DETECTIVE STORIES, NO. 146 দারোগার দপ্তর, ১৪৬ সংখ্যা।

পাহাড়ে মেয়ে।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৪ নং ছকুবিমলস্ লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ।] সন ১৩১২ সাল। [জ্যৈষ্ঠ।

পাহাড়ে মেয়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

রাজকুমারীনাম্নী একটী চরিত্রহীনা স্ত্রীলোককে হত্যা * করা অপরাধে ত্রৈলোক্যনাম্নী অপর আর একটী স্ত্রীলোক চরমদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ইহার বিপক্ষে আমি আরও একটু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; সুতরাং ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমি বিস্তর অবগত হইতে পারিয়াছিলাম। তথাপি ইহার জীবনচরিত বিশদরূপে জানিবার নিমিত্ত, চরমদণ্ডের আদেশের পর আমি একদিবস কারাগারে গমন করি, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহি,—"দেখ ত্রৈলোক্য! তোমার উপর যেরূপ ভয়ানক রাজদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সেরূপ দণ্ড এ দেশীয় অপর কোন হিন্দুরমণী যে আর কখন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। যে মহাপাপের নিমিত্ত তোমাকে এই ভয়ানক দণ্ড গ্রহণ করিতে হইতেছে, সেরূপ মহাপাপ হিন্দুরমণীর মধ্যে বোধ হয়, তুমিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিলে। সে যাহা হউক, তোমার এই

---

* এই হত্যার যথাযথ বিবরণ, তাহার অনুসন্ধান প্রভৃতি, বিস্তৃতরূপে সপ্তম বৎসরের ৭৮ম সংখ্যক দারোগার দপ্তরে বর্ণিত আছে।

অন্তিম সময়ে দুইটী সবিশেষ কার্য্যবশতঃ আজ আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। প্রথমতঃ, তুমি সবিশেষরূপে অবগত আছ যে, তোমার এই ভয়ানক দণ্ডের মূলীভূত কারণ সকলের অন্যতম কারণই আমি। কারণ, যেরূপ ভাবে আমি এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, যদি আমি এই অনুসন্ধানে লিপ্ত না হইতাম, বা যেরূপ ভাবে আমি তোমাকে প্রতারিত করিয়াছিলাম, সেইরূপ ভাবে তুমি যদি আমা কর্ত্তৃক প্রতারিত না হইতে, তাহা হইলে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কথা সকল বোধ হয়, কিছুই প্রকাশিত হইয়া পড়িত না; সুতরাং তুমিও এই ভয়ানক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে না। কাজেই তোমার এই চরমদণ্ডের মূলীভূত কারণ সকলের অন্যতম কারণই আমি। ইহা আমি নিজ মনে উত্তমরূপে অবগত হইয়া, তোমার জীবনের এই শেষ সময়ে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার মানসে আজ আমি তোমার নিকট উপনীত হইয়াছি। আশা করি, যদি ইহাতে আমার কোনরূপ দোষ থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। কারণ, নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী বা কোনরূপ লোভ পরতন্ত্র হইয়া আমি এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাহা তুমি বেশ অবগত আছ। কেবলমাত্র আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই,আমিতোমার এইরূপ বীভৎস পরিণামের মূলীভূত কারণ সমূহের অন্যতম কারণ হইয়াছি।

"ত্রৈলোক্য! এখন তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী। বোধ হয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ-আদেশে তোমার প্রাণবায়ু বিরামলাভ করিবে। আমার বিশ্বাস, এই অবস্থায় তুমি আর কোনরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তোমার কলুষিত আত্মাকে আরও কলুষিত করিবে না।

"আমি যে দুইটী কার্য্যের নিমিত্ত আজ তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহার প্রথম কার্য্যের বিষয় তোমার নিকট বিবৃত করিলাম। দ্বিতীয় কার্য্যটী যে কি, তাহাই এখন তোমাকে শুনিতে হইবে। কেবল শ্রবণ নহে,—আজ তোমাকে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। অদ্য আমি তোমার নিকট যে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট আমার শেষ প্রার্থনা। আশা করি, আমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে তুমি কোনরূপেই কুণ্ঠিত হইবে না; বরং আমার প্রার্থিত বিষয় বর্ণন করিয়া, অপর অনেকের উৎকণ্ঠা দূর করিবে। আমার সেই শেষ প্রার্থনা আর কিছুই নহে, কেবল তোমার জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাগুলি জানিবার ইচ্ছা মাত্র। আমি জানি, তোমার জীবনের অনেক অংশ ভয়ানক বিভীষিকাময় কার্য্যে পরিপূর্ণ। যে সকল মহাপাপের ফল তুমি আজ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার অনেক বিষয় আমি অবগত আছি; কিন্তু সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপ জানিব বলিয়াই, আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এখন তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া একদিকে আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর,—অপর দিকে স্ত্রীলোকমাত্রকেই জানাইয়া দাও যে, পাপ-পথে পদার্পণ করিলে, তাহার ভবিষ্যৎ-ফল কি হইতে পারে।"

আমার কথা শ্রবণ করিয়া ত্রৈলোক্য কহিল, "মহাশয়! আমি আমার জীবনের যৌবনাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, দিন দিন যেরূপ রাশি রাশি ভয়ানক পাপ উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত দণ্ড আমি প্রাপ্ত হই নাই! এখন আমি জানিতে পারিলাম, ইংরাজ রাজত্বে ভয়ানক পাপীর উপযুক্ত দণ্ড বিধান হয় না। ইংরাজ আইনে মহাপাপীর মহাদণ্ডের বিধান নাই!

"আমি আমার যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, যত মহা-পাপের প্রশ্রয় দিয়াছি, এবং এ পর্য্যন্ত যত লোকের প্রাণহত্যা করিয়া, মহাপাপের সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি, তাহার উচিত দণ্ড কি প্রাপ্ত হইলাম? আমার এই সামান্য পাপ-প্রাণকে হত্যা করিলেই কি, আমার কৃত মহাপাপ সকলের দণ্ড হইল? আমার এই দেহের ভিতর যদি সহস্র প্রাণ থাকিত, এবং সেই সকল প্রাণকে লক্ষ লক্ষ প্রকার যন্ত্রণা দিয়া যদি হত্যা করা হইত, তাহা হইলেও আমার কৃত পাপরাশির সহস্রাংশের কিয়ৎপরিমাণে দণ্ড হইত কি না, বলিতে পারি না।

"আপনি আমার জীবনের স্থূল স্থূল বিবরণ সকল অবগত হইতে চাহিতেছেন, এরূপ অবস্থায় আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমার যতদূর মনে আছে, বা যতদূর মনে করিতে পারিব, তাহার সমস্ত কথা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি। কিন্তু মহাশয়! আমার কৃত মহাপাপ সকলের কাহিনী আপনি শ্রবণ করিবেন কি? কারণ, আমি যে সকল মহাপাপ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমার জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি, সেই সকল কাহিনী কেবলমাত্র শ্রবণ করিলেও যে পাপ হয়, তাহারও প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয়, এ জগতে নাই। মৃত্যুকালে আমার আর লোক-লজ্জার ভয় কি? আমার জীবনের কাহিনী আমার যতদূর স্মরণ আছে, এবং যতদূর স্মরণ করিয়া বলিতে পারিব, তাহা বলিতেছি। আপনি হউন, বা অপর যে কেহই হউন, যিনি শুনিতে চাহেন, শুনুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্য-পরিচয়।

"আমার নাম শ্রীমতী ত্রৈলোক্যতারিণী দেবী। বর্দ্ধমান জেলা-স্থিত একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়। কোন্ গ্রামে আমার জন্ম, এবং আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতির নাম কি, তাহা প্রকাশ করিয়া, সেই বংশের আর মুখোজ্জ্বল করিব না। কিন্তু যাঁহারা আমার পরিচিত, এবং আমি কোন্ বংশ-সম্ভূতা, তাহা যাঁহারা সহজে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উহা প্রকাশ না করিয়া, আপনাপন মনের মধ্যেই যেন গুপ্তভাবে রক্ষা করেন।

"আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ 'স্বভাব কুলীন' ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি তাঁহারই একমাত্র দুহিতা। তিনিই আমার নাম রাখিয়া-ছিলেন, ত্রৈলোক্যতারিণী। বাল্যকালে আমি অতিশয় সুরূপা ছিলাম। গ্রামের ভিতর কোন সুন্দরী কন্যার কথা উঠিলে, প্রথমেই আমার নাম হইত। কিন্তু পরিশেষে সেই রূপই আমার কাল হইয়াছিল।

"আমি লেখা-পড়া জানিতাম না। আজকাল মেয়েদের মধ্যে অনেকেই লেখা-পড়ায় যেমন অল্প-পরিমাণে শিক্ষিতা হয়, আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় আমাদিগের পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা লেখা-পড়ার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই।

"আমার বাল্যকাল ক্রমে অতীত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বার বৎসরে উপনীত হইলাম। আমাদিগের দেশের প্রথা-অনুসারে বালিকাগণের দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই প্রায় বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার পিতা মাতা আমার বার বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেও আমার বিবাহের কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কারণ, আমাদিগের সমান ঘরে সহজে বর পাওয়া দায় হইয়া উঠিল। পিতা গোঁড়া কুলীন ছিলেন। সুতরাং আমাদিগের সমান ঘরের পরিবর্ত্তে অপর কোন ঘরে বা কিছু নীচ ঘরে আমার বিবাহ দিতে পারিলেন না। ক্রমে আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। আমি তের বৎসরে উপনীত হইলাম। পিতা মাতা আর আমাকে কোন প্রকারেই অবিবাহিতা রাখিতে পারেন না। সুতরাং পিতা খুঁজিয়া খুঁজিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একজন 'স্বঘর-স্বভাব' কুলীনকে আনিয়া, তাঁহারই সহিত আমার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

"স্বামীর মুখ দেখিয়াই হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বহুদিবস হইতে সঞ্চিত পরিণয়ের সুখ-পিপাসা মিটিয়া গেল! কিন্তু পিতা মাতা বা অপর গুরুজনের মধ্যে কাহারও নিকট আপন মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। হৃদয়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়াই দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

"আমার স্বামী কেবল যে বৃদ্ধ, তাহা নহেন তিনি আরও দশ বারটী বনিতার স্বামী। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, পিতা যে কিরূপে আমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বিবাহ-ব্যবসায়জীবি স্বামী আমার বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

তথাপি বিবাহের পর আরও দুই তিন দিবস আমাদিগের বাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক আরও যাহা কিছু পাইলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে আমার পিতৃভবনে রাখিয়া আপন দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দুই তিন বৎসর আর তাঁহার কোন সন্ধানই পাইলাম না। চারি বৎসর পরে একদিন শুনিতে পাইলাম যে, আমার স্বামী আসিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ স্বামীর সন্নিকটে গমন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না, দূর হইতে তাঁহাকে একবার দেখিলাম মাত্র; কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। বাড়ীতে থাকিলে, পাছে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, এই ভয়ে সেই দিবস আমি আমাদিগের বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম, এবং আমাদিগের বাড়ীর সংলগ্ন তারা বৈষ্ণবীর বাড়ীতে গিয়া লুকাইয়া রহিলাম। বলা বাহুল্য, রাত্রি-কালও তারাদিদির সহিত তাহারই বাড়ীতে কাটিয়া গেল। আমার স্বামীও, কি জানি, কি ভাবিয়া, তাঁহার পাথেয় খরচ বুঝিয়া লইয়া, পরদিবস প্রত্যূষেই আমাদিগের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

"স্বামী আমাদিগের বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলে পর, পিতামাতা আমাকে তারাদিদির বাড়ী হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া আমাকে সহস্র গালি প্রদান করিলেন, ও পরিশেষে দুই এক ঘা প্রহার করিতেও ক্রটি করিলেন না। রাত্রিবাসের নিমিত্ত তারাদিদি আমাকে তাহার গৃহে স্থান দিয়াছিল বলিয়া, তাহারও অপমানের কিছু বাকী রহিল না। পিতামাতা কর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম, আত্মহত্যা করিয়া পিতামাতার দুর্ব্বাক্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব; কিন্তু তারাদিদির পরামর্শে তাহা আর করিতে পারিলাম না। কেমন এক মোহিনীশক্তি অবলম্বন করিয়া তারাদিদি আমার মনের গতি ফিরাইয়া দিল। এই সময় হইতে তারাদিদির

সহিত আমার প্রণয় জন্মিতে লাগিল। আমার বেশ অনুমান হইতে লাগিল যে, তারাদিদিও আমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে; সুতরাং আমিও প্রাণের সহিত তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে প্রায় এক বৎসরকাল অতীত হইতে না হইতেই বঙ্গদেশ হইতে সংবাদ আসিল, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি বিধবা হইলাম।

"আমি বিধবা হইলাম সত্য; কিন্তু হিন্দু-বিধবার ধর্ম্ম কিছুই আমাকে প্রতিপালন করিতে হইল না। জানি না, তারাদিদি আমার পিতামাতাকে কি বুঝাইয়া দিল, তাঁহারাও তারাদিদির কথা শুনিয়া তাহারই পরামর্শমত কার্য্য করিলেন। আমার পরিহিত শাটী বা অলঙ্কার প্রভৃতি কিছুই পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইল না। সধবা অবস্থায় যেরূপ সাজে আমি সজ্জিত থাকিতাম, বিধবা অবস্থাতেও আমি সেইরূপ সাজে সজ্জিত থাকিতে লাগিলাম।

"আমি বিধবা হইলাম সত্য; কিন্তু বৈধব্যযন্ত্রণা যে কি প্রকার, তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। সধবাবস্থা ও বিধবাবস্থা উভয় অবস্থাই আমার পক্ষে সমান বোধ হইতে লাগিল। সধবা অবস্থায় আমার মনে যেরূপ সুখ বা দুঃখ ছিল, বিধবা অবস্থাতেও ঠিক সেইরূপই অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহার কিছুমাত্র তারতম্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে কেবল মৎস্য মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হইল, এবং একসন্ধ্যা ব্যতীত অন্নাহার করিতে পারিতাম না। তাহাও অতি সামান্য দিবসের নিমিত্ত; বোধ হয়, এক বৎসরের অধিক আমাকে সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় নাই।

"আমার সধবা অবস্থায় তারাদিদি আমাকে যেরূপ ভালবাসিত, বিধবা অবস্থায় যেন তাহার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল, এবং প্রাণের সহিত আমাকে যত্ন করিতে লাগিল। পরিশেষে এরূপ হইয়া উঠিল যে, আমাকে একদণ্ড না দেখিতে পাইলে সে অস্থির হইয়া পড়িত। আমারও ভালবাসা ক্রমে তাহার উপর বদ্ধমূল হইয়া আসিতে লাগিল। আমার মনের সুখ, আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি সমস্তই তারাদিদির নিকট বলিলে, মনে যেন সন্তোষের উদয় হইত, এবং তাহার কথা শুনিতে, তাহার নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে মন যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত। আমি তারাদিদির কথায় দিন দিন কেন এরূপ ভাবে বশীভূত হইয়া পড়িতে লাগিলাম, তাহা কিন্তু আমি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, বা বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না। তারা-দিদি যে কে, তাহার চরিত্রই বা কি প্রকার, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থানে প্রদান করা, বোধ হয়, নিতান্ত আবশ্যক। আমি তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সমস্ত কথা অবগত না থাকিলেও যতদূর অবগত আছি, তাহাই এই স্থানে বর্ণন করিতেছিমাত্র। ইহাতেই আপ-নারা বুঝিতে পারিবেন, তারাদিদির চরিত্র কি প্রকার।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তারাদিদির পরিচয়।

"তারাদিদি একজন বৈষ্ণবী, কিন্তু বৈষ্ণবের কন্যা কি না, জানি না। শুনিয়াছি, আমাদিগের গ্রামে পূর্ব্বে তাহার বাসস্থান ছিল না; বহুদিবস হইল, অপর কোন স্থান হইতে আসিয়া, এই স্থানে বাস করিতেছে। তারাদিদি এখন প্রবীণা স্ত্রীলোক; তাহার বয়ঃক্রম এখন পঞ্চাশ বৎসরের কম হইবে না। তাহার বর্ণ শ্যাম। নাক, চোক, মুখ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত অবয়বের গঠন মন্দ নহে। পরমা সুন্দরী না হইলেও, তাহার যৌবনকালে বোধ হয়, সে দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। যৌবনকালে কিরূপ সাজ-সজ্জায় সে থাকিত, তাহা জানি না; কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেইসময়ে তাহার গলায় তুলসীর মালা, নাকে রসকলি ও হাতে হরিনামের ঝুলি প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইত। মুখে হরিনাম সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। আমাদিগের বাড়ীর সংলগ্ন তাহার একখানি নিতান্ত সামান্য খড়ের ঘর ছিল। সেই গৃহখানি এরূপ ভাবে আমা-দিগের বাড়ীর সহিত সংলগ্ন ছিল যে, যিনি না জানিতেন, তিনি সেই ঘর দেখিয়া কখনই মনে করিতে পারিতেন না যে, সেই গৃহখানি আমাদিগের বাড়ীর সামিল নহে।

"আমি বাল্যকাল হইতেই তারাদিদির আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন দেখিয়া আসিতেছিলাম, কখনও তাহার ইতরবিশেষ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু ইদানীন্তনকালে তাহার কিছু

ব্যতিক্রম হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল মাত্র। পূর্ব্বে তারা-দিদি সময়ে সময়ে একটী ঘটী হস্তে ভিক্ষা করিতে বাহির হইত, এবং আমাদিগের সকলেরই বিশ্বাস ছিল, ভিক্ষাই তারাদিদির জীবনধারণের একমাত্র উপায়। কিন্তু এক্ষণে আর তাহাকে ভিক্ষায় গমন করিতে দেখিতে পাইতাম না; অথচ তাহার আহা-রাদির ব্যয়-নির্ব্বাহে কোনরূপ অনাটন হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিতাম না। অধিকন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার সাংসারিক অবস্থা যেন একটু ভাল হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইত।

"আমি তারাদিদির স্বামীকে কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছি, তারাদিদির একটী বৈষ্ণব ছিল; কিন্তু আমার জন্মিবার বহুপূর্ব্বে সে নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। নিরুদ্দেশ হইয়া কেন সে দেশত্যাগী হয়, তাহার কারণ কেহই অবগত ছিল না, বা তারাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেও, সে তাহার কোনরূপ পরিষ্কার উত্তর প্রদান করিত না।

"তারাদিদি যদিও আমাদিগের বাড়ীর সংলগ্ন গৃহে বাস করিত, তথাপি গ্রামের ভিতর যে স্থানে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই তারাদিদিকে দেখিতে পাওয়া যাইত। গ্রামের স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে যে স্থানে কোনরূপ কলহ উপস্থিত হইত, সেই স্থানেও তারাদিদিকে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাওয়া যাইত। যে স্থানে বিবাহ প্রভৃতি কোনরূপ শুভ কর্ম্মের সূচনা হইত, বিনা-আহ্বানে তারা-দিদি সেই স্থানে গিয়া অগ্রেই উপস্থিত হইত। গ্রামের ভিতর বা গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী অপর কোন গ্রামে এরূপ কোন বিবাহই হয় নাই, যেখানে তারাদিদি সমস্ত রাত্রি বাসর ঘরে না কাটাইয়াছে। এক কথায়, তারাদিদি সকল স্থানেই ও সকল কর্ম্মেই থাকিত।

তারাদিদিকে গ্রামের কেহই কোন বিষয়ে অবিশ্বাস করিত না; সকলেই বিশ্বাস করিত, এবং সকলের বাড়ীর ভিতরেই তারাদিদি তাহার ইচ্ছানুযায়ী গমনাগমন করিত। তারাদিদির বিপক্ষে কোন কথা আমরা কখনও শুনি নাই, বা ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন দোষ আমরা স্বচক্ষে দর্শন করি নাই; কিন্তু আজকাল বৈষ্ণবদিগের ঘরে যে দোষের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, যৌবনে সেই দোষ হইতে তারাদিদি নিস্কৃতি পায় নাই বলিয়া, সকলেই সন্দেহ করিত মাত্র।

"আমি তারাদিদিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম ও অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতাম বলিয়াই, আমার মহাপাপের উৎপত্তি, এবং এই সর্ব্বনাশের সৃষ্টি হইয়াছে! পরিশেষে সেই মহাপাপের শেষ ফলে আমার ইহ-জীবনের এই বীভৎস পরিণামও হইতে বসিয়াছে!

"যতই দিবস অতিবাহিত হইতে লাগিল, তারাদিদির সহিত আমার প্রণয় ততই ঘনীভূত হইতে লাগিল। এমন কি, সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসর পাইলে আমি আর কোন স্থানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিতাম না, তাহারই নিকট গিয়া উপস্থিত হইতাম। আমি তারাদিদিকে যতদূর ভালবাসিতাম, তাহার ব্যবহার দেখিয়াও বোধ হইত, সে আমাকে তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে, এবং ততোধিক যত্ন করে। তারাদিদি যে কি নিমিত্ত আমাকে এত ভাল-বাসা দেখাইত, আর কেনই বা আমাকে এত যত্ন করিত, তাহার অর্থ তখন আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতাম না। তারাদিদির সহিত এতটা মেশামিশি করাতে আমার পিতামাতা যেন একটু রাগ করিতেন। সকল সময়েই তারাদিদির বাড়ীতে যাওয়া, তাঁহারা যেন

ভালবাসিতেন না, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু পাছে আমি অসন্তুষ্ট হই, এই ভয়ে তাঁহারা আমাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতেন না। আমিও তাহা বুঝিতে পারিয়া যেন বুঝিতাম না; সুতরাং তারাদিদির বাড়ীতে আমার যাতায়াতেও ব্যাঘাত হইত না। তারাদিদির বাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিবার নিমিত্ত পিতামাতা কেন যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতেন, তাহার অর্থ কিন্তু আমি তখন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না।

"যে সময় আমি তারাদিদির বাড়ীতে গমন করিতাম, সেই সময় তাহার সহিত স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কোন গল্প উপস্থিত হইলে বা কোনরূপ পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, নানারূপ যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ দিয়া সে আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, 'পুরুষ ভিন্ন এ জগতে কোন স্ত্রীলোকের কোনরূপ সুখই হইতে পারে না এবং তাহার কোনরূপ উপায়ও হয় না। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মাগণ ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তাঁহারা বিধি করিয়া দিয়াছেন, আপনার স্বামী পরলোক গমন করিলেও বৈষ্ণবকন্যাগণ অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদিগের অধর্ম্ম হয় না, বরং ইহকালে পরমসুখ ও পরকালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।'

"সেই সময়ে আমার যেরূপ বয়ঃক্রম ছিল, এবং নিত্য নিত্য যেরূপ সংসারসুখে নিরাশা হইয়া পড়িতেছিলাম, তাহাতে প্রত্যহ তারাদিদির সেইরূপ ভাবের কথা শুনিতে শুনিতে আমারও মন যেন একটু কেমন কেমন হইতে লাগিল।

"এই সময় আমার পিতামাতার সংসারে নিতান্ত টানাটানি হইয়াছিল। আমার নিজের কোন দ্রব্যাদির আবশ্যক হইলে তাহার

নিমিত্ত সংসার হইতে একটীমাত্র পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তারাদিদি ইহা জানিত; সুতরাং এই সময়ে সে আরও একটী নূতন উপায় বাহির করিয়া আমাকে আরও বশীভূতা করিতে সমর্থ হইল। আবশ্যকমত গামছাখানা, কাপড়খানা, টাকাটা-সিকিটা ত আমাকে দিতেই লাগিল; তদ্ব্যতীত আমার পিতামাতাকেও সে সবিশেষরূপে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। আমার পিতামাতা তারাদিদির নিকট হইতে সহজে সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায়, সে তাঁহাদিগকে এইরূপে বুঝাইয়াছিল,—'আমি এতদিবস পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংস্থান করিয়াছি, তাহা আমার নিকটেই আছে। কিন্তু আমি আর কতদিবস বাঁচিব, এবং আমার মৃত্যুর পরই বা আমার যাহা কিছু আছে, তাহা কে গ্রহণ করিবে? আপনারা ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ এখন আপনারা অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন। আমি বৈষ্ণব, আমার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম কোনরূপে ব্রাহ্মণের সাহায্য করা। এই নিমিত্তই যথাসাধ্য আমি আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদিগের এইরূপ দরিদ্রাবস্থা যতদিবস থাকিবে, ততদিবস আপনাদিগের যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন। পরে যখন আপনাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, তখন যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে এখন যাহা গ্রহণ করিতেছেন, তখন না হয়, তাহার হিসাব করিয়া আমাকে সমস্ত ফিরাইয়া দিবেন।'

"আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে এইরূপে তারাদিদি যাহা বুঝাইল, দুরবস্থায় পড়িয়া সংসার-যাত্রানির্ব্বাহে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া, তাঁহারাও পরিশেষে তাহাই বুঝিলেন। এখন তারাদিদিই আমাদিগের সংসারের সমস্ত খরচ যোগাইতে লাগিল। এই সময় হইতে আমিও

দিনরাত্রি অনবরত তারাদিদির বাড়ীতে গমনাগমন ও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই সময় হইতে সর্ব্বদা তারাদিদির বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছি বলিয়া পিতামাতাকেও আর কোন প্রকার অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। এইরূপে ক্রমে দিন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলাম। তারাদিদির বদান্য-তায় পিতামাতার অবস্থারও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। তারাদিদির এত বদান্যতার প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা আমি সেই সময় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইলাম না; আমার পিতামাতাও তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রথম সোপান।

"একদিবস দুইদিবস করিয়া দেখিতে দেখিতে ক্রমে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। এক দিবস সন্ধ্যার সময় আমি তারাদিদির বাড়ীতে বসিয়া তাহার সহিত নানাপ্রকার হাসি-ঠাট্টা করিতেছি, এমন সময় সেই মায়াবিনী তাহার ভয়ানক মায়া প্রকাশ করিয়া আমাকে অভিভূতা করিল। সে কথায় কথায় আমার মনকে এরূপ বিমোহিত করিয়া তুলিল যে, সেই সময় আমি আমার হিতাহিত জ্ঞান হারাইলাম, ভালমন্দ বুঝিতে একবারে অসমর্থা হইয়া পড়িলাম। সেও আমার মনের বিকৃতি ভাব বুঝিতে পারিয়া, সময় বুঝিয়া একটী লজ্জাকর প্রস্তাবের অবতারণা করিল। বুঝিলাম, তাহার প্রস্তাবিত বিষয় আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত; তথাপি,

আমার আন্তরিক পূর্ণ-অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার খাতিরে সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে কতক সম্মত হইলাম, সম্পূর্ণরূপে তাহা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। মনে ভয়, একবারে অসম্মত হইলে পাছে তারাদিদি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়, এবং আমাদিগের সংসারের খরচপত্র একবারে বন্ধ করিয়া দেয়। দ্বিতীয় দিবস তারাদিদি পুনরায় সেই প্রস্তাবের অবতারণা করিল। সেই দিবস আমার মনের ভাব আরও নরম হইয়া আসিল; কিন্তু একবারে সম্মত হইতে পারিলাম না।

"ক্রমে যত দিন গত হইতে লাগিল, তারাদিদিও আমার মনের গতি ক্রমে তত পরিবর্তিত করিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতেই তারাদিদি আমার মনকে সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্তে আনিতে সমর্থা হইল। সপ্তম দিবসে তাহারই উত্তেজনায় আমি আমার মনকে কলুষিত করিলাম, পবিত্র হৃদয়কে অপবিত্র করিলাম, ক্ষণিক সুখে প্রবৃত্ত হইয়া চিরজীবনের নিমিত্ত নিত্যসুখে জলাঞ্জলি দিলাম! হায়! সেই আমার মহা-পাতকের প্রথম সোপানে উত্থিত হইবার প্রথম দিন। এখন সেই দিন মনে করিলে, আমার হৃদয়ে ভয়ানক আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়, বিষম অনুতাপ আসিয়া মনকে ভয়ানক যন্ত্রণা দেয়! সেই সময় তারাদিদির প্রলোভনময় বাক্যস্রোতে ভাসিয়া না গিয়া, যদি আমি আমার হৃদয়ের গতি রুদ্ধ করিতে পারিতাম, সর্ব্বনাশী কুহকিনীর প্রলোভনে না ভুলিতাম, তাহা হইলে কি আজ আমার এই দশা হইত! হতভাগিনী আমি, তাই আমি তখন বুঝিয়াও বুঝি নাই, সর্ব্বনাশী আমাদেগের নিমিত্ত কেন এত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিতেছে, আর কোথা হইতেই বা সেই অর্থরাশি প্রাপ্ত হইতেছে!

"এই সময় আমি আমার জীবনের এক অধ্যায় শেষ করিয়া অন্য অধ্যায়ে প্রবেশ করিলাম। হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ ও ভাবনা দূর করিয়া 'মহাসুখে' নিবিষ্ট হইলাম। যাহাকে এখন আমি মহাদুঃখ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, তখন তাহাকেই মহাসুখ জ্ঞান করিয়াছিলাম। যাহাকে ভয়ানক বিষ বলিয়া এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, তখন তাহাকেই অমৃত বলিয়া মহাসুখে পান করিয়াছিলাম। যে সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর কথায় আমার ইহকাল গিয়াছে, পরকাল নষ্ট হইয়াছে, যে মহাপাপের কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়, সে কথা, সেই রাক্ষসীর মায়ায় সে সময় জানিতে পারি নাই। সেই হতভাগিনীর কথাকেই আমি প্রথমে বেদবাক্য সদৃশ জ্ঞান করিয়াছিলাম বলিয়াই, এখন আমার এই ভয়ানক দশা উপস্থিত হইয়াছে! ইহার পরে আরও যে কি হইবে, তাহা ভাবিতেও পারিতেছি না!

"জীবনের অন্য অধ্যায়ে প্রবেশ করিবামাত্রই আমার মনের গতি পৃথক হইয়া গেল। তারাদিদিকে যেরূপ ভালবাসিতাম, তখন 'আর একজনকে' তাহা অপেক্ষা আরও ভালবাসিতে লাগিলাম। তারাদিদিকে কিয়ৎক্ষণ না দেখিতে পাইলে, মনের মধ্যে যেরূপ কষ্ট হইত, তখন আমার সেই 'আর একজনকে' না দেখিতে পাইলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বদা মনে ভয়, আমাদিগের লুক্কায়িত কাণ্ড সকল পাছে কেহ দেখিতে পায়, বা পাছে কেহ জানিতে পারে, অথবা আমার চরিত্রের উপর পাছে কেহ সন্দেহ করে। কিন্তু তারাদিদির এমনই কৌশল, এমনই নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা যে, প্রায় এক বৎসরকাল আমি সেই 'আর একজনের' সহিত আমোদ আহ্লাদে বিভোর

হইয়া দিনরাত্রি মহাসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলাম, তথাপি কেহই তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। এমন কি, আমার পিতামাতা পর্য্যন্তও ঘূণাক্ষরে তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট যে, এইরূপে একবৎসর অতি-বাহিত হইতে না হইতেই আমার সেই প্রাণের দিদির মৃত্যু হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার অদৃষ্টও ভাঙ্গিয়া গেল। তারাদিদির যাহা কিছু ছিল, মৃত্যুকালে সে আমার পিতামাতাকেই তাহা দিয়া গেল।

"তারাদিদির মৃত্যুর আট দশদিবস পর হইতেই আমার এত দিবসের সকল গুপ্তকথা ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইল। এক কান, দুই কান করিয়া আমার পাপের কথা সকলের কানে কানে ফিরিতে লাগিল; ক্রমে উহা আমার পিতামাতার কানে পর্য্যন্ত আসিয়া উপ-স্থিত হইল। কেবল যে পরের মুখে তাঁহারা আমার চরিত্রের কথা শুনিলেন তাহা নহে। একদিবস সন্ধ্যার পর তারাদিদির খালি বাড়ীতে আমি আমার সেই 'আর একজনের' সহিত অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপে উন্মত্তা আছি, এমন সময়ে আমার মাতা কিরূপে তাহা জানিতে পারেন, এবং পরিশেষে আমার পিতাকে ডাকাইয়া তিনি আমার সেই অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। তিনি পূর্ব্বে লোক-পরম্পরায় যাহা শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না, আজ তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন, এবং আমাকে সেই 'আর একজনের' সহিত হত্যা করিয়া এই ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রীহত্যা মহাপাপ, এই কথা তাঁহার মনে উদিত হওয়ায়, সহসা সেই কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ

করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে ক্রমে অপত্য-স্নেহ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

"এই ঘটনার দুই চারিদিবস পরেই আমি জানিতে পারিলাম যে, আমার পিতামাতা আমার সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন। আরও বুঝিতে পারিলাম, আমার পিতার উদ্দেশ্য ভাল নহে; সুযোগ পাইলে, তিনি আমাদিগের উভয়ের প্রাণ নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তখন মনে বড় ভয় হইল, প্রাণে মায়া জন্মিল, অথচ সুখের চরমসীমা দেখিতে ইচ্ছা হইল। তখন মনে মনে আর কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া,সময়মত সকল কথা 'তাহাকে' কহিলাম। তখন 'তিনিও' তাঁহার দুষ্কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের জ্বালায় জ্বালাতন, প্রতিবেশীদিগের কঠোর অত্যাচারে প্রপীড়িত; সুতরাং 'তিনিও' অপর আর কোন উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহা লইয়া, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, একদিবস রজনীতে উভয়েই গ্রাম হইতে বহির্গত হইলাম, ও ক্রমাগত সমস্ত রাত্রি চলিয়া অতি প্রত্যূষে একটী রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

"হায়! আমি প্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিলাম না বলিয়াই, আমি আমার অমূল্য সতীত্বরত্ন হারাইয়াছিলাম! এবং পরিশেষেও বুঝিতে না পারিয়া, সামান্য প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অকিঞ্চিৎকর সুখে মন মজাইয়া আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম! আমার দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই যদি আমার পাপের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতাম, পিতামাতা বা গ্রামের অপর

কাহারও হস্তে যদি আমার প্রাণ বিসর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে আজ আমি মহাসুখে আমার আত্মাকে সুখী করিতে পারিতাম! কখন না কখন আমার সেই প্রথম অবস্থার পাপ হইতে পরমেশ্বর আমার আত্মাকে মুক্তি প্রদান করিতেন; কিন্তু এখন আর আমার সে আশা নাই। আমার ভয়ানক ভয়ানক রাশি রাশি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোন জগতেই হইবে না!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্ষণিক চিন্তা।

"যে দিবস অতি প্রত্যূষে আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সেইদিবস দিবা দশটার সময় আমরা রেলযোগে হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলাম। সেই স্থান হইতে এক-খানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা কলিকাতার ভিতর আগমন করিলাম। যে স্থানে আসিয়া আমাদিগের গাড়ী থামিল, সেই স্থানের নাম সেই সময় আমি জানিতাম না; কিন্তু পরে জানিয়া-ছিলাম, উহাকে সোণাগাছি বা সোণাগাজি কহে। আমরা গাড় হইতে অবতরণ করিয়া ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী দ্বিতল বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। উহার ভিতর গমন করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা পূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখি নাই, বা কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই।

"দেখিলাম, সেই বাড়ীর ভিতর উপরে ও নিম্নে ছোট বড় সতের আঠারখানি ঘর আছে। একখানি ঘর ব্যতীত সমস্ত ঘরগুলিই

মনুষ্যের দ্বারা অধিকৃত। আমাদিগের দেশে যেরূপ নিয়মের বশীভূত হইয়া সকলে বসবাস করিয়া থাকেন, এ বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, এখানে সে নিয়ম পালিত হয় না। বাটীর সেই সমস্ত ঘর যে পুরুষমানুষের দ্বারা অধিকৃত, বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া তাহা কোনমতেই বোধ হইল না। বোধ হইল, প্রত্যেক ঘরই একটী একটী স্ত্রীলোকের আয়ত্বাধীন, এবং সেই সকল স্ত্রীলোক প্রত্যেকেই যেন স্বাধীনা, কেহ কাহারও কথার বশবর্ত্তিনী নহে। তাহাদিগের মধ্যে ছোট বড় বুঝিবার উপায় নাই। কারণ, কেহ কাহাকেও সম্মান করে না, এবং কেহই একান্নবর্ত্তিনী নহে। অধিবাসী পুরুষের মধ্যে কেবল তথাকার অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই একটী একটী পশ্চিমদেশীয় বেহারা বা চাকর দেখিতে পাইলাম।

"এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আমি তত অসন্তুষ্ট হইলাম না, বরং কিয়ৎপরিমাণে আহ্লাদিতই হইলাম কারণ, তারাদিদির মৃত্যুর পর হইতেই আমি সর্ব্বদা একাকিনী থাকিতেই ভালবাসিতাম। নির্জ্জনে কেবল 'তাহার' সহিত আমোদ-প্রমোদ করা ব্যতীত পৃথিবীতে আমার অপর যে আর কোন সুখ আছে, তাহা আমার মনেই স্থান পাইত না।

"যে একখানি খালি ঘরের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই ঘরের মধ্যেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। 'তিনি' আমাকে সেই ঘরের ভিতর রাখিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিবার নিমিত্ত বাজারে গমন করিলেন। যাইবার সময় একটী বয়স্থা স্ত্রীলোককে আমার নিকট দিয়া গেলেন। তিনি আমার নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন, এবং আমার সহিত নানাপ্রকার গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের

অধিক হইবে, কিন্তু হঠাৎ দেখিলে চল্লিশ বৎসরের কম বলিয়াই অনুমান হয়। ইহার বর্ণ গৌর, কলেবর স্থূল, হস্তে সোণার কয়েকগাছি চুড়ি, পরিধানে একখানি মিহি কাশির পাছাপেড়ে পরিষ্কার সাদা শাটী, নাকের উপর তিলক, হস্তে হরিনামের ঝুলি। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, ইনিই সেই বাড়ীর বাড়ীওয়ালী।

"বাড়ীওয়ালী আমার নিকট কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিবার পরই, অন্যান্য ঘর হইতে এক এক করিয়া প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকই আমার নিকট আগমন করিল। উহাদিগের মধ্যে কেহবা গৌরাঙ্গী, কেহবা শ্যামাঙ্গী; কিন্তু সকলেই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, দুই একখানি সোণার অলঙ্কার এবং ধপ্‌ধপে পরিষ্কার বস্ত্র সকলেই পরিধান করিয়াছিল। আমি উহাদিগের চালচলন, বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দেখিয়া বিবেচনা করিলাম যে, ইহারাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমসুখে এই স্থানে বাস করিতেছে।

"আমি কিরূপ দুঃখ ও কষ্টে পিতামাতার গৃহে বিধবা অবস্থায় বাস করিতেছিলাম, তাহার কিছু কিছু বিবরণ উহারা আমার নিকট শ্রবণ করিয়া কতই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং এখন আমি যাহাতে তাহাদিগের মত স্বাধীনা হইয়া তাহাদিগের ন্যায় সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতে পারি, তদ্বিষয়ক কতপ্রকার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল।

"দেখিতে দেখিতে দিবা চারিটা বাজিয়া গেল, সেই সময় 'তিনি' বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বাজার হইতে তিনি যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আপনার সঙ্গে করিয়া আনিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক কথায়, আমার নূতন ঘর, তিনি অন্যান্য সকলের ঘরের ন্যায় দ্রব্যাদিতে সজ্জিত

করিয়া দিলেন। পালঙ্ক, বিছানা, বালিস, আলমারি, বাক্স, ছবি, কাঁচের বাসন, পিত্তলের বাসন, প্রভৃতি আসবাবে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। আমার আর কোন দ্রব্যেরই অভাব রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত একজন 'কাহার' চাকরও নিযুক্ত হইল।

"আমি আমার পিতামাতার বাড়ীতে যেরূপ দরিদ্রেরমত থাকিতাম, যেরূপ কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতাম, তাহার তুলনায় আজ আমি রাজরাণীর অবস্থায় প্রবেশ লাভ করিলাম। মনে আর সুখ ধরে না, হৃদয় যেন আহ্লাদে আটখানা হইতে লাগিল। কিন্তু সময় সময় আমার পিতামাতার দুঃখের অবস্থার সহিত আমার অবস্থার তুলনা করিয়া মনে কষ্ট পাইতাম; তবে সেরূপ কষ্টবোধ অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত হইত।

"সন্ধ্যা হইতে হইতেই সেই বাড়ীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। বাড়ীর সকলেই মনোহারিণী বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া যেন নূতন রূপ ধারণ করিতে লাগিল। যিনি কৃষ্ণাঙ্গী, তিনি আর এখন কৃষ্ণাঙ্গী রহিলেন না, আপাদ-মস্তকে পাউডার মাখিয়া তিনিও এখন গৌরাঙ্গী হইয়া দাঁড়াইলেন। অলঙ্কারে সকলেই ভূষিতা হইলেন; যাঁহাদিগের সুবর্ণময় অলঙ্কার নাই, তাঁহারাও পিত্তলের অলঙ্কার দিয়া সেই স্থান পূর্ণ করিয়া দিলেন। সেই সকল অলঙ্কার এরূপ যত্নের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে, যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা উহা দেখিয়া হঠাৎ বলিতে সাহসী হয়েন না যে, উহা সুবর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কার নহে। এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া কেহবা উপরের বারন্দায়, কেহবা আপনার ঘরে ও কেহবা নীচের ঘরের জানালা খুলিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিল। দিবাভাগে যে স্থান কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের পুরী বলিয়া অনুমান হইতেছিল,

এখন হইতে সেইস্থানে পুরুষের আগমন আরম্ভ হইতে লাগিল। কেহ পরিচিতের ন্যায়, কেহ অপরিচিতের ন্যায়, কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে, কেহ একাকী, কেহ বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ ও বাটী হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। কোন ঘরে গীতবাদ্য, কোন ঘরে নৃত্যগীত, কোন ঘরে হাসিঠাট্টা ও কোন ঘরে মদ্যপানাদি চলিতে লাগিল। সকলেই যেন আমোদে বিভোর, আহ্লাদে গদ গদ; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, সকলেই যেন অপার সুখে সুখী। এইরূপে সমস্তরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

"প্রথম রাত্রিতে আমার এই সকল কিছুই ভাল লাগিল না; সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমি আমার ঘরের বাহির হইলাম না। রাত্রিদিবসের পরিশ্রম হেতু আমরা উভয়েই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সুতরাং স্থিরভাবে শয়ন করিয়া রহিলাম; কিন্তু ভালরূপে নিদ্রা হইল না, নানাপ্রকার চিন্তা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। কখন আমার বৃদ্ধ পিতামাতার নিমিত্ত মন কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, তাঁহাদিগের যত্ন ও ভালবাসার কথা মনে উদিত হওয়ায়, চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। আবার পরক্ষণেই সে ক[illegible]ইয়া গেল, আমার উপর তাঁহাদিগের কঠোর ব্যবহারের কথা মনে আসিল, আমাকে তাঁহারা হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের উপর আমার রাগ হইতে লাগিল।

"কখনও ভাবিতে লাগিলাম, 'ইনি, ত এখন আমাকে ঘরের বাহির করিলেন, আমাকে যথেষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিয়া দিলেন; কিন্তু আমার উপর ইহার এখন যেরূপ ভালবাসা আছে, তাহা

কি চিরস্থায়ী হইবে ? যদি ইনি আমাকে কখনও পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এই অপরিচিত স্থানে আমার কি দশা হইবে? তখন আমি কোথায় যাইব, এবং কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? ঈশ্বর না করুন, যদি আমি কখনও কোন রোগগ্রস্ত হই, তাহা হইলেই বা আমার দশা কি হইবে ? পিতামাতা ত আর আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না ; হিন্দু-সমাজ ইহাতে কখনই সম্মতি প্রদান করিবেন না। আর যদি তাঁহারা লোকাপবাদ সহ্য করিয়া, সমাজের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, বা আমার জীবনের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়াও আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলেই বা আমি সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব কোন্ মুখে ? প্রতিবেশীর গঞ্জনা, পাড়ার মেয়েদের কাণাঘুষা,শত্রুপক্ষের বিদ্রুপবর্ষী আমোদ-আহ্লাদ আমি ত কখনই সহ্য করিতে পারিব না। স্নানের ঘাটে, বসিবার বৈঠকখানায়, পূজার মন্দিরে,চলিবার পথে, বিবাহের বাসরে,সভায়, মজলিসে, সকল স্থানেই আমার চরিত্রের কথা কাণে কাণে, মুখে মুখে ফিরিবে। কেহ কেহবা আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিবে, দেখাইয়া দেখাইয়া হাসিবে ; কিন্তু ইহা ত আমি কোন প্রকারেই সহ্য করিতে পারিব না। আমার অদৃষ্টে যাহাই হউক না কেন, যখন ঘরের বাহির হইয়াছি, তখন আমি এই স্থানেই থাকিব। এ বাটীর সকলেই ত সুখে কালযাপন করিতেছে দেখিতেছি, তবে আমিই বা না পারিব কেন ? এইরূপে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।"

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ষোলকলা পূর্ণ।

"দ্বিতীয় দিবসে কিন্তু আর তত চিন্তা রহিল না, তৃতীয় দিবসে আরও কমিয়া গেল। এইরূপে দশপনের দিবসের মধ্যে সমস্ত চিন্তাই আমার মন হইতে দূরে পলায়ন করিল; তবে হঠাৎ কখন কখন পিতামাতার চিন্তা আমার মনে উদিত হইত বটে; কিন্তু তাহাও জলবিম্বের মত তখনই আবার অগাধ আমোদ-সাগরে মিশিয়া যাইত।

"এইরূপে দেখিতে দেখিতে ক্রমে তিনমাস অতীত হইয়া গেল। বাটীর সমস্ত লোকের সহিত আমার ভালবাসা জন্মিল, তাহাদের মত আদব-কায়দা, ভাবভঙ্গি, চালচলন প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা করিলাম। ধূমপান করিতে শিখিলাম, ক্রমে সুরাদেবীর আরাধনা করিতেও পরাঙ্মুখ হইলাম না। তখন ক্রমে দেবী আমার মস্তকে পদার্পণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও আমার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিয়া চিরদিনই আমার পূজা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"—'তাহার' সহিত তাঁহার অন্যান্য দুই একটী বন্ধুও ক্রমে আমার ঘরে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিলেন। আমি ভদ্রলোকদিগকে আমার সাধ্যমত যত্ন করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিতাম না। সুতরাং আমার ঘরে যিনি একবার আসিতেন, তিনি আমার উপর কখন অসন্তুষ্ট হইতেন না। প্রথম প্রথম কিছুদিবস তাঁহার

কোন বন্ধুই তাঁহার অবর্ত্তমানে আমার ঘরে আসিতেন না; কিন্তু যখন তাঁহারা আসিতেন,আমাদিগের দুই চারি টাকা মদ্যপানাদিতে খরচ না করাইয়া তাঁহারা প্রতিগমন করিতেন না। বলা বাহুল্য, সেই সমস্ত খরচই আমার 'তিনি' প্রদান করিতেন। এ নিয়ম কিন্তু বহুদিবস থাকিল না। ক্রমে সময়ে, অসময়ে, রাত্রিকালে ও দিবা-ভাগে তাঁহার সহিত একত্র, কখন বা পৃথক, অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তখনই তাঁহারা আমার ঘরে আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে আমারও কোন প্রতিবন্ধক রহিল না; অধিকন্তু, একাকী কেহ কোন সময়ে আমার ঘরে আগমন করিলে, তাহা আমি কোনরূপেই অপরের কর্ণগোচর হইতে দিতাম না। এই সময় তাঁহারা 'তাহাকে' লুকাইয়া আমাকে কিছু কিছু প্রদান করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না; আমিও তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রকার আপত্তি করিতাম না।

"এইরূপে এক বৎসরকাল অতীত হইতে না হইতেই আমি যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই হইল। যদিও এখন অনেকেই আমার সহায় হইয়াছিলেন, তথাপি আমার প্রধান এবং যাঁহাকে আমি আন্তরিক একটুও ভালও বাসিতাম, 'তিনি' আমাকে পরিত্যাগ করিলেন;——বিসূচিকা রোগে হঠাৎ 'তাহার' মৃত্যু হইল। ইহাতে আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কষ্ট অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পাইল না, অবিরত সুরাপান ও অপরের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া সেই কষ্টকে আমার মন হইতে সহজেই দূরীভূত করিতে সমর্থ হইলাম।

"হায়! তখন আমি ঘৃণাক্ষরেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম না যে, আমি দিন দিন কেবল পাপকেই প্রশ্রয় দিতেছি। পাপের

কুহকিনী মায়ায় ভুলিয়া তাহাকেই সুখ-জনক জ্ঞান করিতেছি,এবং নিত্য নিত্য সেই পাপের অতলস্পর্শ সমুদ্রের ভিতর অলক্ষিত ভাবে ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছি।

“আমি যদিও বিধবা ; কিন্তু পূর্ব্বে স্বামীসহবাস আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। যদিও আমি ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাকে কেহ দ্বিচারিণী বলিতে পারিত না। যদিও আমি অন্যপুরুষের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতাম, যদিও তাহাদিগের সহিত কথন সর্ব্বসমক্ষে,কথন বা নির্জ্জনে বসিয়া একত্র সুরাপান ও আমোদ-আহ্লাদ করিতে কোনরূপে কুণ্ঠিত হইতাম না, তথাপি সেই একজন ভিন্ন অন্য কাহাকেও এ পর্য্যন্ত কোন ভাবে আমার হৃদয়ে স্থান প্রদান করি নাই ; কিন্তু এখন আমার মহাপাপের পরিণাম স্মরণ করিয়া হৃদয়ে ভয়ানক আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! আর পাপমুখে এখন আমার বলিতেও লজ্জা হইতেছে যে, ‘তাহার’ মৃত্যুর পর, আর আমার কিছুই বাকী রহিল না! ক্রমে ক্রমে আমি দ্বিচারিণী, ত্রিচারিণী ও বহুচারিণী হইয়া পড়িলাম।

“উঃ! প্রথম অবস্থায় বুঝিতে না পারিয়া, আমি কি ভয়ানক কার্য্যই করিয়াছিলাম! হে জগদীশ্বর! এই বিধবা হিন্দু-রমণীর সেই মাহাপাপের ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে কি কখনওপরিত্রাণ নাই? হে জগৎপিতা! আমি শুনিয়াছি যে, আপনার নিকট সকলেরই ক্ষমা আছে, সকল পাপীকেই আপনি পাপানুযায়ী ক্ষমাও করিয়া থাকেন ; কিন্তু জগদীশ! আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি,আমার দ্বারা যে সকল মহাপাপের অবতারণা হইয়াছে, সেই সকল পাপের কোন প্রকার ক্ষমা নাই। আমার ন্যায় মহাপাপিনী যদি ক্ষমা-

যোগ্যা হইবে, তাহা হইলে এই জগতে প্রকৃত মহাপাপীর দণ্ড আর কে সহ্য করিবে? সর্ব্বনিয়ন্তা! আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান না করিবেন, ভয়ানক নরক-যন্ত্রণায় যদি আমাকে দগ্ধীভূত না করিবেন, তবে আর কাহার নিমিত্ত সেই সকল দণ্ডের সৃষ্টি? আমা অপেক্ষা অধিকতর পাপী এ জগতে আর কে হইতে পারে?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখের ঢেউ।

"আমি পূর্ব্বে একবার ভাবিয়াছিলাম, যদি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে। কিন্তু এখন দেখিলাম, তাঁহার মৃত্যুর পরও আমার কোনরূপ কষ্ট হইল না, বরং আমার সুখেরই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্পদলক্ষ্মী আসিয়া যেন আমাকে আশ্রয় করিতে লাগিলেন।

"পূর্ব্ব হইতেই সোণাগাছি অঞ্চলে জনরব উঠিয়াছিল যে, একটী সুরূপা স্ত্রীলোক ঘর হইতে নূতন বাহির হইয়া আসিয়াছে, এবং সেই সময় হইতেই সোণাগাছি-ভ্রমণকারী অনেক বাবুই আমার নিকট আসিয়া, আমার সহিত প্রেমালাপ করিবার নিমিত্ত সবিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। এখন তাঁহাদিগের আশাপথ প্রশস্ত

হইল, আমারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। এখন হইতে রাত্রিদিন আমার ঘরে আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল, সুখের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুরার ঢেউ বহিতে লাগিল। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন, আমি যদিও কলিকাতার বেশ্যামণ্ডলীর রীত্যনুসারে সকলের সহিত প্রকাশ্যে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকি, কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। ফলতঃ যাঁহারা আমার ঘরে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই আমার মুখের মিষ্ট কথায় ভুলিতেন; কিন্তু আমার অন্তরের ভাব কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। ক্রমে তাঁহারা আপনার আশাকে নিবৃত্ত ও লালসাকে চরিতার্থ করিয়া, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন; আমাকে আমার আশাতিরিক্ত অর্থ-সাহায্য করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না।

"এইরূপ উপায়ে ক্রমে ক্রমে আমার যথেষ্ট সঙ্গতি হইতে লাগিল; সোণায় আমার অঙ্গ ঢাকিয়া গেল। নাকে, কাণে বড় বড় সাদা সাদা মুক্তা ঝুলিতে লাগিল; অঙ্গুলিতে ও কোন কোন স্বর্ণময় অলঙ্কারের মধ্যে সাদা, লাল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণের বড় বড় পাথর ঝকমক্ করিতে লাগিল। অধিক কি, কলিকাতার ভিতর নিজের একখানি বড়গোছের তেতালা বাড়ীও হইল; উহার দরজায় ছিটের মির্জাই আঁটা, লাল পাকড়ী বাঁধা, দুইজন দ্বারবানও বসিল, এবং বাটীর ভিতর চারি পাঁচজন দাস-দাসীও ঘুরিতে লাগিল। এক কথায়, এখন আমার সম্পদ দেখে কে, আমার অলঙ্কারের সম্মুখে দাঁড়ায় কে? এবং আমার বাটীর ভিতর সহজে আসেই বা কে? আমি আর কাহাকেও তোষামোদ করি না, কড়া কথা ভিন্ন আর কাহাকেও মিষ্ট কথা বলি না,

এবং যে সে ব্যক্তি আসিয়া আমার বিছানায় বসিতেও পারে না; তথাপি আমার পসারের কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া, ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

"এইরূপে প্রায় দশ পনর বৎসর অতীত হইয়া গেল; যৌবন জোয়ারে ভরা নদীর উপর সুখের ঢেউ বহিতে লাগিল। মনে করিলাম, পূর্ণ জোয়ারে এইরূপ চিরকাল সাঁতার দিব, সুখের তরঙ্গে এইরূপ হেলিতে দুলিতে জীবন-নদী পার হইব।

"যখন আমার জীবনে এইরূপ সুখের তরঙ্গ উঠিয়েছে, সেই সময় কালীবাবু নামক একটী বাবুর সহিত আমার বড়ই প্রণয় জন্মিয়াছিল। কালীবাবু বড় লোক ছিলেন না, গরিবের ছেলে, সামান্য দালালী করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। একদিবস একটি বাবুর সহিত তিনি সর্ব্বপ্রথম আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, আমিও সেইদিবস তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাকে যে কি ক্ষণে দেখিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। সেই প্রথম দর্শনই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। সেই দিবস হইতেই কালী বাবুর যে ছায়া আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়াছিল, সে ছায়া আর কখনও আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না; বরং ক্রমেই উহা আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশলাভ করিল। ক্রমে কালীবাবুর উপর আমার এরূপ হইয়া উঠিল যে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আমি তাঁহাকে আমার নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতাম না। অতি অল্প সময়ের নিমিত্তও তিনি কোন স্থানে গমন করিলে, আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়িত, মন অস্থির হইত; যতক্ষণ তিনি প্রত্যাবর্ত্তন না করিতেন, ততক্ষণ কোনক্রমেই সুস্থ হইতে

পারিতাম না। কালীবাবু যে দালালী কার্য্য করিতেন, ক্রমে তাঁহার সেই দালালী কার্য্য করা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইতিপূর্ব্বে কালীবাবু কখনও আমাকে এক পয়সা প্রদান করেন নাই, এখন তাঁহার নিজের সমস্ত খরচ পত্র পর্য্যন্ত আমি বহন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহা নহে, তাঁহার পরিবারের খরচের নিমিত্তও আমি প্রত্যেক মাসে তাহাকে কিছু কিছু পাঠাইয়া দিতে লাগিলাম। কালীবাবুও অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদিন আমারই নিকট থাকিতে লাগিলেন, এবং আমারই হৃদয়ের উপর তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া পরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

"ক্রমে কালীবাবুই আমার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। দেনা-পাওনার হিসাব, খরচের টাকা, আলমারি-বাক্সের চাবি প্রভৃতি সমস্তই ক্রমে তাঁহার হস্তে পড়িল। আমার নিজের খরচপত্র প্রভৃতিও সমস্তই তাঁহারই ইচ্ছামত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিবস অতীত হইয়া গেল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভাঁটার টান।

"এইরূপে দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। কালীবাবুর উপর আমার এইরূপ ভালবাসা দেখিয়া অপরাপর সকলে আমার বাড়ীতে আসা একবারে প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং আমার পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থের উপর ক্রমে হস্ত পড়িতে লাগিল। কারণ,

যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিও সর্ব্বদা কালীবাবুকে আমার নিকট দেখিয়া আস্তে আস্তে আমার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, পুনরায় তাঁহাকে আর কখনও দেখিতে পাইতাম না। এদিকে কালীবাবুও আমার উপর এরূপ ভাবে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে, আমি আর কাহারও সহিত কোনরূপ আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। যে কার্য্য করিলে কালীবাবুর অন্তঃকরণে কষ্ট হয়, সেই সকল কার্য্য করিতে আমারও মনোকষ্ট হইত। সুতরাং সহজেই আমাকে সেই সকল কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইত। সম্পূর্ণরূপ আন্তরিক ইচ্ছার সহিতই আমি যে সেই সকল কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলাম, তাহা নহে। কারণ, এখন আর আমার সে বয়স ছিল না, সে চেহারা ছিল না, সে দিনও ছিল না, সে সমস্তই ক্রমে ক্রমে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যাঁহারা আমাকে প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেন, এখন আর তাঁহারা আমাকে সে চক্ষে দেখিতেন না। যাঁহারা আমাকে পূর্ব্বে অন্তরের সহিত যত্ন করিতেন, এখন আর তাঁহারা আমাকে সেরূপ ভাবে যত্ন করিতেন না। আমার নিমিত্ত যাঁহারা জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা আমার জন্য একটী মাত্র টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। যাঁহারা আমা কর্ত্তৃক অবমানিত এবং তাড়িত হইয়াও রাত্রিদিন আমার গৃহে পড়িয়া থাকিতেন, এখন সধ্যসাধনা করিলেও, তাঁহারা আর আমার বাটীর নিকট দিয়া গমন করিতেন না। এখন আমার আশা ভরসার মধ্যে কেবলমাত্র কালীবাবু; সম্পদ বিপদের সময়ও

তিনি। সুতরাং তিনি যাহাই করুন না কেন, বা যাহাই বলুন না কেন, আমি তাঁহাকে কোন কথা বলিতাম না।

"বিনা-আয়ে বসিয়া বসিয়া ব্যয় করিলে, কুবেরের ভাণ্ডারও ক্ষয় হইয়া যায়, আমি কোন্ ছার! আমার সমস্ত অর্থ যেরূপ জোয়ারের মত আসিয়াছিল, এখন ভাঁটার মত চলিয়া যাইতে লাগিল। আমার এবং কালীবাবুর সেই পূর্ব্বের মত আহারের নিমিত্ত খরচ, সেই পূর্ব্বের মত পরিচ্ছদ, ও সেই পূর্ব্বের মত সুরাপানের কিছুমাত্র হ্রাস না পাইয়া, এখন বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল! তাহার উপর কালীবাবুর দেশে তাহার পরিবারের খরচ আছে; এখানকার নাচ-থিয়েটার আছে; গাড়ীঘোড়া আছে; বাবুগিরি আছে। বিনা-আয়ে এই সকল ব্যয় হইতে থাকিলে, সঞ্চিত অর্থ আর কতদিবস থাকিবে? ক্রমেই তাহার হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল।

"সেই সময়ে কালীবাবুর দেশ হইতে এক পত্র আসিল যে, তাঁহার স্ত্রী ভয়ানক পীড়িতা, মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা; মৃত্যুকালে কালীবাবুকে একবার জন্মশোধ দেখিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা। এইরূপ পত্র পাইয়াও কালীবাবু আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। তিনি প্রায় চারি বৎসর দেশে যান নাই। তাঁহার একটী পুত্র-সন্তানও হইয়াছে; এখন তাহারই বয়ঃক্রম প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইবে। তিনি এ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই পুত্রের মুখও দেখেন নাই। আমি কালীবাবুকে অনেক বুঝাইলাম; তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার মত করাইলাম, এবং কিছু খরচের টাকা দিয়া তাঁহাকে সাতদিবসের জন্য দেশে পাঠাইয়া দিলাম। আমিও তাঁহার সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে রেলে উঠা-

ইয়া দিয়া আসিলাম। কিন্তু গাড়ী না ছাড়িতে ছাড়িতেই আমার মন অস্থির হইতে লাগিল, তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি গমন করিলে পর, মনের কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু সাতদিবস আর আমাকে কষ্টভোগ করিতে হইল না, পঞ্চম দিবসে কালীবাবু তাঁহার সেই পুত্রটীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম, দুই দিবস হইল, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার আর কেহ না থাকায়, তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া, আপন পুত্রটীর সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কালীবাবুর সেই পুত্রটীর নাম হরি। হরি দেখিতে তাহার পিতা অপেক্ষাও সুশ্রী, এবং তাহার কথাগুলি অতিশয় মিষ্ট ও সুখশ্রাব্য। আমার সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই; সন্তানের যে কি মোহিনী মায়া, তাহা আমি এতদিবস জানিতাম না; এতদিন পুত্র-স্নেহ আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। কিন্তু পরের পুত্রের নিমিত্ত এখন আর আমার তাহাও বাকী রহিল না; হরিকে আমি আমার পুত্রের মত দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলাম, তাহাকে খাওয়াইলে-পরাইলেই আমার মনে সুখবোধ হইত। রাত্রিদিন তাহাকে আমার নিকটেই রাখিতাম, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চক্ষুর অন্তরাল করিতাম না। এইরূপে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল।

"কিছুদিন কাটিল সত্য, কিন্তু আমার সঞ্চিত অর্থ যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গেল! দাসদাসীগণকে জবাব দিলাম, দ্বারবানকে বিদায় করিলাম। ইহাতেও কিন্তু আমার সবিশেষ কিছু সুবিধা হইল না; ক্রমে ক্রমে দুই একখানি করিয়া

গহনাগুলিও বন্ধক পড়িতে লাগিল। এই সময় কালীবাবু পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বের সেই দালালী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সময়ের স্রোত একবার চলিয়া গেলে, সেই স্রোত পুনরায় আর ফিরে না। এতদিবসের পরে কালীবাবু তাঁহার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন সত্য, কিন্তু আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন তিনি আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া, জুয়াচুরির নানা উপায় বাহির করিলেন, এবং সেই উপায় অবলম্বনেই আমাদিগের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার একজন সহকারীর প্রয়োজন হইল; তিনি তাহাও পাইলেন। সে আর কেহই নহে, এই দুরাচারিণী, মহাপাপকারিণী, মায়াবিনী রাক্ষসীই তাঁহার সহায় হইল। তাঁহার ইচ্ছামত আমি সকল দুষ্কার্য্যই করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"কালীবাবু তখন নব্য ইয়ার-ছোকরার দলে মিশিলেন; তাহাদিগকে জুটাইয়া আমার বাটীতে আনিতে লাগিলেন। আমার বাটীতে সেই সময় একটী ছোটখাট মদ্যালয় স্থাপিত হইল। যিনি পিতামাতাকে লুকাইয়া পাপের প্রথম দ্বারে উঠিতে ইচ্ছা করিতেন, কালীবাবু তাঁহাকেই আমার বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। অধিক রাত্রিতে যাঁহার মদ্যপানের লালসা বলবতী হইত, তিনিই আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিতেন। কিন্তু একদিবস যিনি আসিতেন, পরদিবস আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না। তিনি যতদিবস বাঁচিতেন, আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী আর হইতেন না; অধিকন্তু, তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে আমার চরিত্রের কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেন। কেন যে তাঁহারা আমার বাড়ীতে আসিতেন না, এবং অপরকে আসিতে বারণ করিতেন, তাহার কারণ বলিতেছি, শুনুন।

"যিনি আমার বাড়ীতে মদ্যপান করিতে আসিতেন, তাঁহারই খরচে মদ্য আনীত হইত; ইহাতেও কিছু লাভ করিতাম। যিনি অধিক রাত্রিতে মদ্যপান করিতে আসিতেন, তাঁহাকে আমার ঘরের সঞ্চিত মদ্যই দিতাম। তাহাতে সিকি মদ ও বার আনা জল থাকিত; তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। কারণ, অধিক রাত্রিতে আর কোন স্থানে মদ্য পাওয়া যাইত না। তখন সকলে একত্র উহা পান করিতাম। কালীবাবুও সেই সঙ্গে মদ্য পান করিতেন, এবং ঘন ঘন চুরট টানিতেন। অন্য সময় কালী বাবু অধিক পরিমাণে চুরট খাইতেন না; কিন্তু মদ্যপানের সময় এত অধিক পরিমাণে চুরট খাওয়ার সবিশেষ কারণ ছিল। যাঁহারা কখন ঠেকিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু অন্যে সহজে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না বলিয়াই, তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস আমি এই স্থানে প্রদান করিতেছি।

"চুরটের ছাই অতি অদ্ভুত দ্রব্য। মদ্যের সহিত সেই ছাই মিশ্রিত হইলে যে কিরূপ ভয়ানক নেশা হয়, তাহা বোধ হয়, অনেক মাতালই জানেন। কালীবাবু সেই সুরাপান-অভিলাষী ব্যক্তি-গণকে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে মদ্যের সহিত সেই ছাই মিশাইয়া খাওয়াইতেন। ইহাতে তাঁহাদিগের অতিশয় নেশা উপস্থিত হইত, তাঁহারা একবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তখন আমরা উভয়ে তাঁহাদিগের নিকট যাহা কিছু থাকিত, সমস্তই অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিতাম। তখন তাঁহারা অচেতন অবস্থায় পথে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেই পড়িয়া যাইতেন; এবং পরিশেষে পুলিস কর্তৃক থানায় নীত হইয়া আপন আপন পাপের পরিণাম ফল দর্শন করিতেন। ভদ্রলোকের সন্তান

বুঝিতে না পারিয়া, পিতামাতাকে লুকাইয়া এক কর্ম্ম করিতে গিয়া, তাহার যথেষ্ট সাজা পাইলেন, এই অপমানে তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইতেন। তাহার উপর আবার বেশ্যাবাড়ী যাওয়ায় যে তাঁহাদিগের সমস্ত দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেন না, মনের যন্ত্রণা মনেই নিবৃত্ত করিতেন। তবে যে সকল ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান নাই, মান-অপমানের ভয় নাই, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা নাই, তিনি পাপ কথার কিছুমাত্র লুকাইতেন না; প্রকাশ্যে পুলিসের নিকট নালিস করিতেন যে, তাঁহার সমস্ত দ্রব্য চুরি গিয়াছে; তিনি যে সময় পুলিস কর্ত্তৃক থানায় আনীত হন, সে সময় তাঁহার কিছুমাত্র হুঁস ছিল না। যখন বেহুঁস অবস্থায় প্রকাশ্য রাস্তায় পড়িয়াছিলেন, তখন কে তাঁহার দ্রব্য চুরি করিল, বা তিনি কোথায় ফেলিয়া দিলেন, ইহার কিছুমাত্র স্থির না হওয়ায়, সে বিষয়ের আর অধিক উচ্চবাচ্য হইত না; সুতরাং আমাদের উপর আর কেহই সবিশেষ সন্দেহ করিতেন না। তবে যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের বাড়ীতে তাঁহার আসার বিষয় একবারেই অস্বীকার করিতাম; কখন বা স্বীকার করিয়া বলিতাম, যখন তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপ মাতাল ছিলেন না, এবং তাঁহার সমস্ত দ্রব্যই তাঁহার নিকটে ছিল।

"এইরূপে আমি আমার বাড়ীতে আগত লোকদিগকে ঠকাইয়া, তাহাদিগের দ্রব্যাদি চুরি করিয়া, কিছুদিবস অতিবাহিত করিলাম সত্য, কিন্তু পাপের পথ আর কতদিন প্রশস্ত থাকিবে? অতি শীঘ্রই আমার সেই পাপময়ী রাস্তা রুদ্ধ হইল। তখন

সকলেই আমার ব্যাপার জানিতে পারিলেন। যে উপায়ে আমি লোকদিগকে প্রতারণা করিতাম, তাহা সকলেই অবগত হইলেন। তখন আর কেহই আমার বাড়ীতে আসেন না; আমাদিগের কথায় আর কেহ প্রত্যয় করেন না। ইহার পর আমাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল, গহনাগুলি এক একখানা করিয়া সমস্তই বন্ধক দেওয়া, এবং পরে বিক্রীত হইয়া গেল। অধিক কি, তখন ভরসার মধ্যে রহিল, আমার বাড়ীখানা। কিন্তু তাহাও যে রাখিতে পারিব, এরূপ আশা হৃদয় হইতে দিন দিন অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তখন আর আমার সে বয়স ছিল না, সে সৌন্দর্য্য ছিল না, সে রূপলাবণ্যও ছিল না। আমাকে দেখিবার নিমিত্ত তখন আর কেহই ব্যগ্র হইতেন না। বারান্দায় একবার বাহির হইলে যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত রাস্তায় লোক ধরিত না, সে এখন রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইলেও কেহ তাহাকে একবারের নিমিত্ত চাহিয়াও দেখেন না! পূর্ব্বে যাহার সুমধুর গীতধ্বনি সুস্বর বাদ্যযন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া যাহার কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করিত, তিনিই স্পন্দহীন চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় সেই স্থানেই দণ্ডায়মান থাকিতেন—সমস্ত সুখ-দুঃখ, কার্য্য-কলাপ ভুলিয়া দুই দণ্ডকাল একাগ্রমনে তাহা শুনিতেন; কিন্তু এখন সেই লোকের, সেই মুখের সেই গীতধ্বনি যাঁহারই নিকট গীত হইত, তিনিই বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন। হায়! হায়! অপূর্ব্ব জগতের কি অদ্ভুত লীলা!

"যদি আমি পূর্ব্বে ভাবিতাম যে, রূপ-যৌবন কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ধন-সম্পদ, দাসদাসী প্রভৃতি কিছুই চিরকাল থাকিবে না,

তাহা হইলে আমি কি আমার সেই ক্ষণস্থায়ী সুখকে অবিনশ্বর সুখ জ্ঞান করিয়া আত্মাকে এরূপ কলুষিত করিতাম? না, ধর্ম্মের মস্তকে জলাঞ্জলি দিয়া সেই মহাপাতকী তারাদিদির কুহক-মন্ত্রে ভুলিতাম? না, পাপকে ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রশ্রয় দিয়া অসহ্য নরক-যন্ত্রণায় আত্মাকে বিপর্য্যস্ত করিতে অগ্রসর হইতাম? হায়! আমি কি মূর্খ!—কি পাপিষ্ঠা!!

"যাহা হউক, আমাদিগের যখন এই উপায় বন্ধ হইল, যখন সকলেই আমাদিগের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন, তখন কালীবাবু আমার পরামর্শ মত অন্য আর একটী উপায় বাহির করিলেন। সেই উপায় অবলম্বন করাতে প্রথম প্রথম আমাদের অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হইল; সমস্ত খরচপত্র বিনা-ক্লেশে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। সে উপায় যে কি, তাহার কতক, বোধ হয়, এখন প্রকাশ করা মন্দ নহে।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ সম্বন্ধে।

"একদিবস সন্ধ্যার পর একটী বাবুকে সঙ্গে করিয়া কালী বাবু আমাদিগের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, তিনি কালীবাবুর একজন প্রধান পারিষদ। তাঁহার নাম গণেশচন্দ্র। আজ গণেশ আসিয়া আমার ঘরে

বসিলেন, কালীবাবু তাঁহার নিকট বসিলেন। আমি এক ছিলিম তামাক সাজিয়া কালীবাবুর হস্তে দিলাম, তিনি উহা টানিতে লাগিলেন। আমিও সেই স্থানে বসিলাম।

কালীবাবু কহিলেন,—'গণেশ! তুমি কি ইহার যোগাড় করিতে পারিবে? তোমার সহিত ত বরকর্ত্তার আলাপ নাই; বিশেষতঃ তিনি পাড়াগাঁয়ে লোক। তিনি তোমার কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস করিবেন?'

গণেশ। সে ভাবনা আর আপনার ভাবিতে হইবে না; আমি নিজে ইহার সম্বন্ধ করিতেছি না! আমার সহিত যাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তিনি সেই গ্রামের একজন অধিবাসী ও বরকর্ত্তার কুটুম্ব। তিনি বহুকাল অবধি কলিকাতায় আছেন, অথচ তিনি ইহার ভিতরের অবস্থা কিছুই অবগত নহেন; তাঁহার মনে কোন পাপ নাই। কেবল একটী ভদ্র-বংশের লোপ হয়, এইজন্য তিনি কায়মনোবাক্যে বরের উপকারের চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির কথাকে কেহ যে অবিশ্বাস করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

কালী। পাড়াগাঁয়ের লোক কি এতই মূর্খ? তাহাদের দেশে কি উহার বিবাহ হয় না?

গণেশ। পাড়াগাঁয়ে উহার বিবাহ হইলে কি সে আর কলিকাতায় এরূপ সংগ্রহের চেষ্টা করিত? সেখানে তাহার বিবাহের সম্ভাবনা নাই: কারণ, বরটী সেই গ্রামের একঘর শুদ্ধ শ্রোত্রীয়ের পুত্র। তাহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা বরাবর চারি মেলের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া কুলীনের পুত্র আনিয়া সুপাত্রের সহিতই তাঁহাদের কন্যাদির বিবাহ দিয়াছেন। এই নিমিত্ত দেশের ভিতর তাঁহা-

দের যথেষ্ট নামও আছে। কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষের নাম থাকিলে কি হয়! বরটীর বয়স একে চল্লিশের কম হইবে না, তাহাতে আবার সে মূর্খ—লেখাপড়ার নামমাত্রও জানে না; বিষয়-আদিও তাদৃশ নাই; যে কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি ও বাগান আছে, তাহাও অতি সামান্য। দেশের মধ্যে এরূপ বরকে দেখিয়া কে তাহার কন্যাকে জলে ফেলিয়া দিবে? বিশেষতঃ বিবাহ করিতে হইলে সময় সময় ইহাদিগকে এক হাজার হইতে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পণ দিতে হয়। তাহা ছাড়া অলঙ্কার আছে, বিবাহের অন্যান্য খরচ-পত্রাদিও আছে। কিন্তু সে সঙ্গতি ইহাদের কই! সুতরাং কেমন করিয়া দেশের মধ্যে ইহার বিবাহ হইবে? ইহার আর কেহই নাই; থাকিবার মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধ মাতা। এখন তাঁহারও ইচ্ছা, সামান্য খরচে পুত্রটীর সমান ঘরে বিবাহ হয়। তাহা হইলে তিনি পৌত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইবেনই ত; তদ্ব্যতীত সেই বংশের জলপিণ্ডদানের পথও একবারে রুদ্ধ হইবে না। আর এ বিবাহে তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁহা-দের সবিশেষ সুবিধাই হইতেছে। একে কন্যাটী বড় এবং সুশ্রী, তাহাতে ঘর উত্তম, খরচ-পত্রও তাদৃশ লাগিবে না।

কালী। তাঁহাদিগকে কিরূপ ভাবে বুঝান হইয়াছে? আমি যে যে প্রকার বলিয়া দিয়াছিলাম, সেই প্রকার হইয়াছে, কি অন্য কোন প্রকার বলা হইয়াছে?

গণেশ। তাঁহাদিগকে এইরূপ ভাবে বুঝান হইয়াছে যে,—'মেয়েটী একজন শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের কন্যা। তাহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হওয়ায়, তাহার একমাত্র বিধবা মাতা তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া মেয়ের মামার বাড়ীতে বাস করিতেছেন। মেয়ের মামাও

একটী সামান্য কর্ম্ম করেন; সুতরাং তাঁহার অবস্থা এরূপ নহে যে, তিনি তাহাদিগের উভয়ের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করেন, ও ভাল পাত্রে ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেন। আর তাহাদের বংশের একটু গৌরব থাকা প্রযুক্ত কিছু টাকা পণস্বরূপ লইয়াও তাহার বিবাহ দিতে পারেন না। এখন কন্যাটী বড় হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বয়ঃক্রম এখন প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইবে। বিবাহ না দিয়া এত বড় কন্যা ভদ্রলোকের ঘরে আর কি প্রকারে রাখা যায়? এই-রূপ নানা কারণে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, যদি এরূপ একটী পাত্র মিলে যে, তাঁহার সংসারে আর কেহই নাই, এবং কন্যাটী ও তাহার মাতাকে প্রতিপালন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপাততঃ অতি সামান্য খরচেই সেই পাত্র কন্যাটীকে পাইতে পারিবেন। খরচ কিছু অধিক হইবে না, তবে কন্যাকে কেবলমাত্র পাঁচশত টাকার গহনা দিতে হইবে; কিন্তু সেও কেবল দেওয়ামাত্র, যেহেতু যাঁহার টাকা, তাঁহারই ঘরে থাকিবে। আর কন্যার নিমিত্ত পণআদি কিছুই লাগিবে না। তবে কন্যার মাতার প্রায় তিন শত টাকা দেনা আছে, সেই টাকা কয়েকটা কেবল তাঁহাকে প্রণামী স্বরূপ দিতে হইবে। আর এখানকার লোকজন খাওয়ান প্রভৃতি খরচ তাঁহাকেই করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অতি সামান্য; এক বা দেড় শত টাকাতেই যথেষ্ট হইবে।' আমাদের এইরূপ প্রস্তাবে বরকর্ত্তা সম্মত হইয়াছেন। দুই তিন হাজার টাকা খরচ করিলেও যাঁহার বিবাহ হয় না, প্রায় এক হাজার টাকায় সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে! তাহারও আবার পাঁচ শত টাকার গহনা আপন ঘরেই থাকিবে। বিশেষতঃ মেয়েটী ভাল ও বড়। সুতরাং এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পক্ষে তাঁহার আর কোন প্রতিবন্ধক-

তাই দেখিতেছি না। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনদিবস পরে তাঁহারা কন্যাটীকে দেখিতে আসিবেন, ও একবারে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন। এখন কন্যার কি উপায় করিয়াছ? দেখিও, এত যত্ন ও কষ্ট যেন বিফল না হয়!

কালী। কন্যার ভার ত আর আমার উপর নাই, যে আমি তাহার উপায় দেখিব? সে ভার ত্রৈলোক্যের উপর আছে।

"এই কথা শুনিয়া তখন আমি উহাদিগকে বলিলাম, 'সে ভাবনা আর তোমাদিগের ভাবিতে হইবে না। তাহার সমস্তই ঠিক আছে। এখন ইহার জন্য অন্যান্য যাহা আবশ্যক হইবে, তোমরা শীঘ্র তাহার যোগাড় কর।'

গণেশ। কি প্রকার কন্যার ঠিক করিয়াছ?

"তখন আমি উহাদিগকে বলিলাম, 'আমার বাড়ীর নিকট ওই যে কয়েকখানি খোলার ঘর দেখিতেছ, উহার একখানিতে একটী পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক বাস করে। তাহার নাম দিগম্বরী। শুনিতে পাই, দিগম্বরী বাগ্দির মেয়ে, তাহাকে কে চুরি করিয়া কলিকাতায় আনিয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে। সেই পর্য্যন্ত সে কায়স্থ-পরিচয়ে আমাদিগের মত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে। পরে যখন তাহার বয়স অধিক হইল, তখন সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, আর একটী নিতান্ত দরিদ্র বেশ্যার নিকট হইতে বিধু নাম্নী একটী দেড় মাসের বালিকাকে তিন টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিল, এবং তাহারই রোজগারের উপর নির্ভর করিয়া বৃদ্ধাবস্থা অতিবাহিত করিবার প্রত্যাশায় এত দিন সেই বালিকাটীকে আপন কন্যার মত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। বিধু দেখিতে এখন মন্দ হয় নাই; যেমন হউক,

একটু লেখা-পড়াও শিখিয়াছে, এবং তাহার বয়ঃক্রমও তের-চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে। আমি দিগম্বরীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছি। এখন তাহার অবস্থাও ভাল নহে। সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ আমার কথায় আহ্লাদের সহিত স্বীকৃতা হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে হইবে। তাহার কমে কিছুতেই সে রাজি হয় না।'

কালী। তাহাই হইবে। উহাকে অর্দ্ধেকই দিয়া, বক্রী আমরা অংশ করিয়া লইব। আমরা যাহা পাই, তাহাই আমাদিগের লাভ।

গণেশ। বরকর্ত্তার পক্ষের লোক তিনদিবস পরে কন্যা দেখিতে আসিবেন। এখন কোন ভদ্র-পল্লীতে আমাদের একটী বাড়ী ভাড়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এখানে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই আনিতে পারা যায় না। এখানে তাঁহারা আসিলে তাঁহাদিগের মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষতঃ, ভবিষ্যতে যদি কোন প্রকার গোলযোগ হয়, তবে আর আমাদিগের ধরা পড়িতে বাকী থাকিবে না।

"এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর, গণেশ বাবু সে দিবস গমন করিলেন। পরদিবস কালীবাবু ও গণেশ বাবু উভয়ে মিলিয়া কোন ভদ্র-পল্লীর ভিতর একখানি ছোটগোছের একতলা বাড়ী একমাসের জন্য ভাড়া করিলেন। যাঁহার বাড়ী, তিনি প্রথমে একমাসের জন্য অপরিচিত লোকের নিকট ভাড়া দিতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই নগদ একমাসের ভাড়া পাইয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, তখনই বাড়ীর চাবি আনিয়া দিলেন। আর সেইদিবস সন্ধ্যার সময় হইতেই আমি, কালীবাবু, দিগম্বরী ও বিধু সেই নূতন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তবে সেখানে

অধিক দ্রব্যাদি কিছুই লইয়া গেলাম না। কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটী দ্রব্য ও বিছানা-পত্রাদি লইয়া গেলাম।

"উহার দুইদিবস পরে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর-পক্ষের তিন চারিজন লোক মেয়ে দেখিতে আসিলেন। গণেশ বাবু উঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। উঁহাদিগের নিমিত্ত উত্তমরূপ জল-খাবারের আয়োজন করিলাম; তাঁহারা পরিতোষের সহিত জলপান করিলেন, এবং তাহার পর মেয়ে দেখিতে চাহিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিধুকে উত্তমরূপে শিখাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন যে স্থানে উঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে কালীবাবু, কেবলমাত্র একখানি সুন্দর শাটী পরাইয়া বিনা-আভরণে বিধুকে লইয়া গেলেন, এবং আপনার ভাগিনেয়ী পরিচয়ে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা মেয়ে দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মেয়েকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, করিলেন। তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইতেও বিলম্ব হইল না। তখন তাঁহারা আর কিছু না বলিয়া একখানি 'মোহর' দিয়া মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং একটা দিন দেখিয়া সেই মাসের মধ্যেই বিবাহের দিন স্থির করিলেন। কন্যাপক্ষের লোকেরা যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা তাহাই দিতে সম্মত হইয়া সে দিবস চলিয়া গেলেন। পরদিবস কালীবাবু সেই আশীর্ব্বাদী স্বর্ণ মুদ্রা বাজারে বিক্রয় করিয়া যথা-নিয়মে সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন।

পাহাড়ে মেয়ে।

(দ্বিতীয় অংশ।)

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

"একদিন, দুইদিন করিয়া ক্রমে দিন গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। বিবাহের কেবলমাত্র চারি দিবস বাকী আছে, তখন গণেশ বাবু বরযাত্রীর লোকের নিকট হইতে আবশ্যক খরচ-পত্রের নিমিত্ত এক শত টাকা আনিলেন; এবং বিবাহের তিন দিবস বাকী থাকিতে বরের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আর তাহারাও বুঝিলেন যে, সেই দিবস কন্যার গাত্রেও হরিদ্রা দেওয়া হইল। কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই হইল না। সেই একশত টাকার মধ্য হইতে পঞ্চাশ টাকা আমরা সকলে নিয়মমত অংশ করিয়া লইলাম, এবং বক্রী পঞ্চাশ টাকার দ্বারা বিবাহের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বরযাত্রী ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

"দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতর মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। যাঁহার যাঁহার সহিত আমাদিগের সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন।

সোণাগাছি হইতে আমার সমবয়স্কা স্ত্রীলোকগণ, যাহাদের সহিত আমার সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাহারাও আমাদিগের এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া সকলেই প্রয়োজন-অনুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন নাপিত ও পুরোহিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, বা তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সকলকে দেখাইতে লাগিলেন, যেন আমরা তাঁহাদের বহুদিবসের পরিচিত।

"ধন্য মুদ্রা!—তোমার দ্বারা না হয়, এমন কার্য্যই নাই। আর ধন্য কলিকাতাবাসী!—তোমরাও পয়সার লোভে না করিতে পার, এমন কর্ম্মই দেখি নাই! ভট্টাচার্য্য মহাশয় সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই আপন ধর্ম্মনষ্ট করিলেন; এবং আমাদিগকে ভাল ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া বেশ্যার বিবাহ দিতেও কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইলেন না!

"সেই বাড়ীর ভিতর একস্থানে বরের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহাতে উত্তমরূপ বিছানা পড়িল; এবং আমাদিগের নিমন্ত্রিত ও স্বদলস্থ ব্যক্তিগণ আমাদিগের ষড়যন্ত্রের বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইয়া, বরযাত্রীর প্রতীক্ষায় সেই স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তথায় পরস্পরে ঠাট্টা-তামাসা এবং আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল। সেই সময় দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দরজার সম্মুখে উপনীত হইল। তদ্দর্শনে সকলেই উঠিয়া সেই দিকে গমন করিলেন; বরের পরিধানে পীতাম্বরী ধুতি, এবং তাহার কাল-অঙ্গও লাল 'দোবজা' দ্বারা আচ্ছাদিত। কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের রেখা, হস্তে দর্পণ এবং মস্তকে টোপর।

কেহ বরের হস্ত ধরিয়া, কেহ বরযাত্রীগণকে পথ দেখাইয়া, কেহবা পুরোহিত মহাশয়কে অগ্রে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিলে, সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

"এদেশে বিবাহের সভামাত্রেরই অলঙ্কার—বালকের কোলাহল, বিবাদ ও পরস্পরের পরীক্ষা গ্রহণ। কিন্তু এ সভায় একটী মাত্রও বালককে না দেখিয়া, এবং কন্যাযাত্রীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া, শুনিলাম নাকি, একজন বৃদ্ধ বরযাত্রী আস্তে আস্তে তাহাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এ বিবাহ আমার কেমন কেমন বোধ হইতেছে। কলিকাতার ভিতর অনেক প্রকার জুয়াচুরি হয়; ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া এ সম্বন্ধ হইয়াছে ত?' আর তাহাতে তাঁহাদের পুরোহিত মহাশয়ও তাঁহাকে নাকি উত্তর দিয়াছিলেন,—'ইহা আমারও কেমন কেমন বোধ হয় বটে; তবে যিনি এ সম্বন্ধের মূল, তিনি একজন অতি প্রবীণ এবং দক্ষ লোক। সুতরাং ইহাতে আমাদের আর কোন প্রকার সন্দেহ করাই অন্যায়।' যাহা হউক, আমাদের পুরোহিত মহাশয় কিন্তু ইহার কিছু আভাস পাইয়া তখনই শশব্যস্তে বলিলেন,—'বিবাহের লগ্ন হইয়াছে,—আর বিলম্ব করিয়া নিরর্থক সময় নষ্ট করা কোন মতে উচিত নহে। শুভকর্ম্ম যতশীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই ভাল। আর একটী কথা, আমার প্রথমেই বলা উচিত। কারণ, আপনারা কলিকাতার নিয়ম সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন কি না, জানি না। এখানকার নিয়ম এই যে, দেনা-পাওনা-সম্বন্ধীয় যদি আপনাদিগের কোন প্রকার বন্দোবস্ত থাকে, তবে সেটী বিবাহের অগ্রেই মিটাইয়া লওয়া উচিত।"

"বরকর্ত্তা এই কথা শুনিয়া যাহা কিছু প্রণামী প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইয়া দিলেন। পরে পুরোহিত মহাশয় বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে, সমস্ত দেনা-পাওনা মিটিয়া গিয়াছে, তখন সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুমতি-অনুযায়ী বরকে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

"ক্রমে চেলির কাপড় পরাইয়া, পিঁড়ির উপর বসাইয়া, কন্যাকে বিবাহের স্থানে আনা হইল। সকলে কন্যা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; বরের আর আহ্লাদের সীমাই রহিল না। ক্রমে স্ত্রী-আচার, সাতপাক, শুভদৃষ্টি, প্রভৃতি বিবাহের সমস্ত অঙ্গই শেষ হইয়া গেল। আহারের বিষয়টীও বাকী থাকিল না; বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত মত জল-পান করিলেন। পরে কন্যাযাত্রীগণ একে একে চলিয়া গেলেন; এবং বরযাত্রীগণ সেই স্থানেই সেই রাত্রির মত শয়ন করিয়া রহিলেন। বর বাসর-ঘরে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিবস প্রাতঃ-কালে আমি একজনের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বর নাকি তাহার সমবয়স্ক অন্য আর একটী বরযাত্রীর কাণে কাণে বলিয়াছিল,—'ভাই! কলিকাতার ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েরা যে এত বেহায়া, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।'

"প্রাতঃকালে শয্যাতোলানি, বারইয়ারি, স্কুল প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক 'বাব'-গুলিও একে একে মিটিয়া গেল। তখন কন্যা-বিদায়ের সময় হইল। বিবাহের পরই কন্যা বিদায় করিতে হইলে, যে যে প্রকার আয়োজনের আবশ্যক হয়, তাহার সমস্তই যোগাড় হইল। বরকর্ত্তা তাঁহাদের আনীত অলঙ্কারগুলি নিজে কন্যার অঙ্গে

পরাইয়া দিলেন। পরে গাড়ী আনাইয়া সকলে আনন্দিত মনে ষ্টেসন অভিমুখে গমন করিলেন। কন্যার সহিত তাহার মামা এবং একটী ঝি এখান হইতে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, কন্যার মামা আর কেহই নহেন, তিনি আমাদের সেই কালীবাবু, আর ঝি সেই কন্যারই মাতা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কন্যার প্রত্যাগমন।

"বরযাত্রীগণের গমনের পরদিবস গণেশ বাবু কন্যাটীকে আনিবার নিমিত্ত বরের দেশে গমন করিলেন। আমিও নূতন বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিজ বাটীতে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। ক্রমে দশদিবস অতীত হইয়া গেল। কালীবাবু বা কন্যার কোন প্রকার সংবাদ না পাইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া আমাদিগের দরজায় উপস্থিত হইল। গাড়ীর শব্দ পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি বাহিরের বারান্দায় গিয়া দেখি, কালীবাবু, গণেশ বাবু, বিধু এবং দিগম্বরী আসিয়াছেন। সকলেই আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, গাড়োবান্ চলিয়া গেল। গণেশ বাবু সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কন্যার গায়ের অলঙ্কারগুলি আমি তখন সমস্ত খুলিয়া লইলাম, ও একজন পোদ্দারকে ডাকাইয়া সমস্তগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। পোদ্দার নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি করিয়া সেই পাঁচশত টাকা মূল্যের

অলঙ্কারের দাম তিনশত পঞ্চাশ টাকামাত্র দিল। আমরা আর কি করিব! তাহাতেই সম্মত হইলাম। কারণ, ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ হইলে, সেই ব্যক্তি কখনই স্বীকার করিবে না যে, আমরা তাহার নিকট অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছি। বিশেষতঃ সেই সকল দ্রব্যাদির চিহ্নমাত্রও ঘরে রাখা কোনক্রমেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। তখন সেই টাকা নিয়ম মত আমরা সকলে মিলিয়া অংশ করিয়া লইলাম।

"সন্ধ্যার সময় আমি কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বরের দেশে গমন করিলে, তাহারা তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? এবং বিবাহের পর প্রথমবার বরের বাড়ী হইতে কন্যার একাকী আসিবার নিয়ম এদেশে নাই, তবে কেন জামাই এই সঙ্গে আসিল না?'

"কালীবাবু কহিলেন,—'আমরা এখান হইতে বরের বাড়ী গমন করিলে সেই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই আমাদিগের সহিত যেরূপ সদ্ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং আমাদিগকে লইয়া যেরূপ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইয়াছিলেন, সেরূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। পরে 'পাকস্পর্শ' পর্য্যন্ত হইয়া গেল, কন্যার হাতের অন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী মাত্রেই আহার করিলেন,—বেশ্যার ভাত খাইতে আর কাহারও বাকী থাকিল না। পরে যখন গণেশ বাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কন্যা পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল, সকলে সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম; জামাই বাবুও আমাদিগের সঙ্গে আসিলেন। এইরূপে যখন সকলে কলিকাতায় আসিয়া রেলগাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলাম, তখন গণেশ বাবু

জামাই বাবুকে কহিলেন,—‘মহাশয়! এখান হইতে আমাদিগের বাড়ী অনেক দূর। সুতরাং এই স্থান হইতে কিছু জলযোগ করিয়া গেলেই ভাল হয়।’ আমি গণেশ বাবুর অভিপ্রায় বুঝিলাম ও তাঁহার প্রস্তাবে মত দিলাম। তখন পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া আমি জামাই বাবুর হস্তে প্রদান করিলাম। গণেশ বাবু তাঁহাকে একটী মেঠাইয়ের দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন,—‘আপনি এই লোকের সঙ্গে ওই দোকান হইতে কিছু আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনুন।’ ব্যাচারা জামাই বাবু গূঢ় কথা কিছুই না বুঝিয়া সেই দোকান-উদ্দেশে গমন করিলেন। আর সেই অবকাশে আমরা একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহার ভিতর উপবেশন করিলাম, ও দরজা বন্ধ করিয়া গাড়োবান্‌কে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিলাম। সে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। এইরূপে জামাই বাবুকে তাঁহার অজ্ঞাত স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আমরা আপনার বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম।’

“কালীবাবুর কথা শুনিয়া আমার মনে একটু কষ্ট হইল। একে একজন গরিব-ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিলাম, বিবাহের খরচ-পত্রের নিমিত্ত তাহার যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রীত হইয়া গেল, তাহাতে আবার তাহার জাতি গেল; গ্রামস্থ লোকেরও প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইল! তাহার উপর আবার সেই গরিব নিরীহ জামাই বাবুকে এই অপরিচিত কলিকাতায় একাকী পরিত্যাগ করা হইল! স্ত্রীকে পাওয়া ত দূরের কথা, এখন তিনি পুনরায় দেশে গমন করিবেন কি প্রকারে? এই সকল ভাবিয়া আমার মনে একটু কষ্ট হইল সত্য; কিন্তু টাকার কথা যখন মনে হইল, তখন সে কষ্ট দূর হইল।

"উঃ! এই সকল মহাপাপের কথা মনে হইলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে থাকে; পাপের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে! মনে মহা আতঙ্ক আসিয়া উদিত হয়! হে জগদীশ্বর! আমি কবে এই পাপের উপযুক্ত দণ্ড পাইব!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার বিয়ে।

"ছয়মাস পর্য্যন্ত জামাই বাবুর আর কোন সন্ধান পাইলাম না। তাহার পর একদিন হঠাৎ চারি পাঁচজন লোক আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালীবাবু সেই সময় আমার বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তাহারা সকলেই কালী বাবুকে চিনিতে পারিলেন। কালীবাবু তাঁহাদিগের কাহাকেও চেনেন না, বা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কখনও কোন বিষয় অবগত নহেন, এইরূপ ভাণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। তাঁহারা কালীবাবুকে গালি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং যেরূপ উপায়ে হউক, তাহাকে রাজদ্বারে লইয়া গিয়া, এইরূপ গর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত যাহাতে তাঁহাকে সবিশেষ-রূপে দণ্ড প্রদান করিতে পারেন, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা দেখিবেন বলিয়া, কালীবাবুকে ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে, কি জানি, কি ভাবিয়া, তাঁহারা সেই দিবস তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইলাম না।

"যাহা হউক, কিছুদিবস অপেক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, কালীবাবুর অথবা আমার বিপক্ষে তাঁহারা আর কোনরূপ নালিশ করিবেন না। কিন্তু তাহারও কিছুদিবস পরে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা আমাদিগের সমস্ত কথাই জানিতে পারিয়াছেন, এবং এই বিবাহে আমাদিগের মধ্যে যে সকল চক্রান্ত ছিল, তাহার সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। তদ্ব্যতীত এখন কন্যাটী যে নাচ-গাওনা ও বেশ্যাবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাও তাঁহারা উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছেন। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারা এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া, আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বা আমাদিগের সহিত আর কোনরূপ গোলযোগ না করিয়া, আস্তে আস্তে আপন দেশে প্রস্থান করিয়াছেন, এবং সেই স্থানে গিয়া আপন আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব-সাক্ষাৎ ও সমাজের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কন্যাটী মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রামস্থ লোকজনদিগের মধ্যে কেহই আর অধিক কিছু জানিতে পারিলেন না। তবে যিনি 'কাণা-ঘুসায়' কিছু কিছু শুনিলেন, তিনিও আর তাহা প্রকাশ করিয়া গ্রামস্থ সমস্ত লোকের ধর্ম্মনাশের কারণ হইলেন না। আর যাঁহারা বিবাহ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই; তাঁহারা একবারে যেন বোবা হইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির করিলেন না।

"আমরা এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রমে আরও চারি পাঁচজন ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিলাম। এইরূপে ক্রমান্বয়ে আরও চারি পাঁচ স্থানের চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়া, কেবল যে আমা-

দিগের দুরভিসন্ধি পূর্ণ ও কিছু কিছু অর্থের সংস্থান করিলাম, তাহা নহে; আমাদিগের কর্ত্তৃকই সেই চারি পাঁচখানি পল্লী-গ্রামের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জাতি নষ্ট হইল। মহাশয়! আমার এখন যে অবস্থা দেখিতেছেন, তাহা সেই সকল পাপেরই ফল!

"যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে সেই কন্যাটী ক্রমে বড় হইয়া আসিল, যৌবনে পদার্পণ করিবার লক্ষণ সকল ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সুতরাং তাহাকে অবিবাহিতা কন্যা সাজাইয়া, কোন পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবার পথ ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। অপর দিকে অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সেরূপ বালিকা আর কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আমাদিগের সেই ব্যবসা বন্ধ করিতে হইল।

"আমাদিগের এই ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল সত্য; কিন্তু কালী বাবু তাঁহার প্রখর বুদ্ধির তেজে ও আমার সাহায্যে শীঘ্রই অপর আর এক প্রকার নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। সেই ব্যবসা অবলম্বনে আমরা আরও কিছু দিবস সুখে কাটাইলাম। সেই ব্যবসা যে কি, তাহা পাঠক শুনুন।—

"এই কলিকাতা সহরের সর্ব্ব স্থানেই অনেক লোকের বাস-স্থান। সুতরাং যথায় তথায় বালক-বালিকাও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ছোট ছোট বালক-বালিকাগণ রাস্তার উপর খেলা করিতে করিতে ক্রমে স্থানান্তরে গমন করে, ও আপনাপন বাড়ীতে গমন করিবার রাস্তা প্রায়ই হারাইয়া ফেলে। যাঁহা-দিগের পুত্র-কন্যাগণ এইরূপে খেলা করিতে করিতে রাস্তা হারাইয়া থাকে, তাঁহারা প্রায়ই অবগত আছেন যে, এইরূপে বালক-বালিকাগণ রাস্তা হারাইলে, প্রায়ই পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগের

অনুসন্ধান করা হয়, এবং প্রায়ই তাহাদিগকে পাওয়া যায়। তবে কোন বালক-বালিকার অঙ্গে মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি থাকিলে, সময় সময় সেই সকল অলঙ্কার অপহৃত হয় বটে, কিন্তু বালক-বালিকার সন্ধান হইতে প্রায়ই বাকী থাকে না। এই নিয়মই বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আমাদিগের এই নূতন ব্যবসা অবলম্বন করিবার পর হইতেই শুনা যাইত, গাত্রে মূল্যবান্ অল-ঙ্কার না থাকিলেও, যে সকল বালিকা হারাইয়া গিয়াছে, তাহা-দিগের সকলকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কি কারণে পাওয়া যাইত না, তাহার কারণ অপর কেহ অবগত ছিলেন না, কেবল আমি, কালীবাবু ও গণেশ বাবুই জানিতেন।

"সেই সময় কোন বালিকাকে রাস্তায় একাকী দেখিতে পাইলে, আমরা তাহাকে আমাদিগের বাড়ীতে লইয়া আসিতাম এবং খুব যত্ন করিতাম। ছেলে মানুষ অধিক যত্ন পাইলেই ক্রমে আপনার পিতামাতাকে ভুলিয়া যাইত, ও আমাদিগকেই পিতামাতা জ্ঞান করিয়া, আমাদিগের গৃহেই কিছুদিবস পরিবর্দ্ধিত হইত। উহাদিগকে যতদিবস পর্য্যন্ত আমরা আমাদিগের বাড়ীতে রাখিতাম, তাহার মধ্যে যদি কাহারও পিতামাতা কোনরূপে সন্ধান পাইয়া আমাদিগের বাড়ীতে আগমন করিত, তাহা হইলে তাহাদিগের কন্যাকে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের হস্তে প্রদান করি-তাম, এবং পারিতোষিক প্রভৃতির ভাণ করিয়া, যাহার নিকট যতদূর সম্ভব, তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না। আর যে সকল বালিকার পিতামাতা তাহাদিগের কন্যার কোন-রূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না, আমরা তাহাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ করিতাম।

"বোধ হয়, অনেকেই জানেন যে, পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে অশিক্ষিত গরিব ব্রাহ্মণের গৃহে কন্যার বিবাহ দিতে প্রায় কেহই সহজে স্বীকৃত নহেন। সুতরাং সুবিধামত কন্যা পাইলে, সেই গরিব ব্রাহ্মণগণ অবস্থানুযায়ী পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা অসৎ উপায়ে যে সকল বালক-বালিকা সংগ্রহ করিতাম, তাহাদিগকে প্রায়ই সেই সকল স্থানে লইয়া গিয়া, যাঁহারা সেই সকল কন্যা গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিয়া সেই সকল কন্যার বিবাহ দিতাম।

"প্রথমতঃ আমি, কালীবাবু ও গণেশ বাবু এই তিনজনে বালিকাগণকে লইয়া, কলিকাতা হইতে সেই সকল প্রদেশে গমন করিতাম। সেখানে আমি প্রায়ই সেই সকল বালিকার মাতা হইতাম, কালীবাবু তাহার পিতা বলিয়া পরিচয় দিতেন, এবং গণেশ বাবু যখন যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, তখন সেই রূপ পরিচয় প্রদান করিয়া সেই বালিকার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন পূর্ব্বক পণের টাকা বুঝিয়া লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন। বালিকা তাহার শ্বশুরালয়েই থাকিত, আমরাও সুযোগ মত তাহাদিগের খোঁজ-খবর লইতে ভুলিতাম না। যাহারা আমাদিগের মায়ায় অভিভূত হইত, যাহারা আমাদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই বালিকাকে আমাদিগের সহিত পুনরায় তাহাদিগের প্রদত্ত অলঙ্কারের সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিত, তাহারা তাহাদিগের সর্ব্বনাশের পথ একবারেই পরিষ্কার করিত। তাহাদিগের প্রদত্ত অলঙ্কার-পত্রের কথা দূরে থাকুক, তাহারা সেই কন্যার আর কোনরূপ সন্ধান পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত না। আমরা উহাকে কন্যা সাজাইয়া, অপর কোন স্থানে পুনরায় উহার বিবাহ দিতাম, এবং

সেই বালিকাকে উপলক্ষ করিয়া, পুনরায় আরও কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া লইতাম।

"আমাদিগের এই ব্যবসা কিছুদিবস পর্য্যন্ত উত্তমরূপে চলিবার পর, হঠাৎ উহা একবারে বন্ধ করিতে হইল। কারণ, উক্তরূপে অনেকগুলি বালিকাকে অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায়, সহরের ভিতর ভয়ানক গোলযোগ হইয়া উঠিল। সেই সকল বালিকা কাহা কর্ত্তৃক অপহৃত হইতেছে এবং তাহারা কোথায় বা যাইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ঘরে ঘরে ডিটেকৃটিভ ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র আমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল সেই ব্যবসা চালাইতে আর আমরা সাহসী হইতে পারিলাম না। সুতরাং সেই কার্য্য আমরা একবারেই বন্ধ করিয়া দিলাম। এই সকল অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া, এতদিবস পর্য্যন্ত আমরা যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, এখন বসিয়া বসিয়া ক্রমে তাহা ব্যয় করিতে লাগিলাম।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কালীবাবুর পরামর্শ ও পরিণাম।

"পুলিস এ বিষয়ে সবিশেষরূপে হস্তক্ষেপ করাতে আমাদিগের এই সকল জুয়াচুরি একবারে বন্ধ করিতে হইল। জুয়াচুরি-উপলক্ষে অর্থ সকল যেরূপ সহজ উপায়ে উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সেইরূপ সহজ উপায়েই অল্পদিবসের মধ্যেই ব্যয়িত হইয়া গেল। পুনরায়

সংসারের কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল, পুনরায় কালীবাবু অপর কোন নূতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"একদিবস সন্ধ্যার সময় আমি নির্জ্জনে বসিয়া আমার জীবনের ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিতেছি, এরূপ সময় হঠাৎ কালীবাবু কোথা হইতে আগমন করিলেন। আসিয়াই আমাকে ডাকিলেন, ডাকিবামাত্র আমিও আমার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার হস্তে একগোছা নোট দিয়া কহিলেন,—'এখন ইহা রাখ। যদি আবশ্যক হয়, তবে ইহার কতক আমাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আমি একটী নূতন কার্য্যের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। যদি একটু সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমাদিগের কোন কষ্ট থাকিবে না, আমরা যতদিন বাঁচিব, বুঝিয়া চলিতে পারিলে, ততদিন তাহাতেই আমরা আমাদিগের জীবন কাটাইতে পারিব।'

"আমি নোটের গোছা খুলিয়া দেখিলাম, উহাতে দশখানি নোট ছিল; তাহার প্রত্যেকখানি একশত টাকা মূল্যের; সুতরাং তাহাতে মোট হাজার টাকার নোট ছিল। তখন আমি কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন আমার হাতে যে এই হাজার টাকার নোট দিলেন, ইহা হঠাৎ আপনি কোথায় পাইলেন, এবং আর যে একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিতেছেন, তাহাই বা কি?'

"আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই কালীবাবু কহিলেন, 'আমি যে নূতন উপায় বাহির করিয়াছি, তাহার ফল আমাদিগের আশাতিরিক্ত। সেই নূতন উপায়ে যে কেবলমাত্র হাজার টাকা পাইয়াছি, তাহাও নহে; উহা কেবল বায়নামাত্র। কার্য্য সম্পন্ন

করিতে পারিলে, ইহাতে আট দশ হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা আছে। অথচ এবার আর অপর কোন লোককে অংশীদার করিয়া লইবার প্রয়োজন হইবে না; যাহা পাইব, তাহা আমাদিগেরই থাকিবে। কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের সাহায্য ব্যতীত আমি একাকী যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিব, এমন বোধ হয় না। তবে বাহিরের অপর স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করিলেই, আমি সেই কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিব, আর তাহাতে সবদিকেই ভাল হয়।'

"কালীবাবুর এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, 'আমার সাহায্যে যদি এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? আমাকে কি করিতে হইবে বলুন, আমার সাধ্যমত আমি কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।'

"আমার কথা শুনিয়া কালীবাবু আমার কাণে কাণে সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহার ভয়ানক পরামর্শ শুনিয়া প্রথমতঃ আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলাম।

"এবার কালীবাবুর সহিত যে ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহার পরিণামে আমি ও কালীবাবু পরিশেষে এক হত্যাপরাধে ধৃত হইয়াছিলাম। আমি পুলিসের হস্ত হইতে সেই সময় নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই মোকদ্দমায় কালীবাবু চরমদণ্ডে দণ্ডিত হন। *

* এই মোকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, পুলিসের অনুসন্ধান এবং কালীবাবুর পরিণাম ৭ম বৎসরের ৮০ম সংখ্যক দারোগার দপ্তরে বিস্তৃতরূপে বিবৃত আছে।

"মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় পুলিসের হস্ত হইতে আমি পরিত্রাণ পাইলাম সত্য; কিন্তু কালীবাবুর পুত্র হরির রোদন শুনিয়া ও কালীবাবুর ভবিষ্যৎ অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেরূপেই পারি, আমি কালীবাবুকে বাঁচাইব। যে মোকদ্দমায় কালীবাবু আসামী হইয়াছেন, উহাতে আমরা যত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার সমস্ত, তদ্ব্যতীত অলঙ্কার-পত্র, ঘর-বাড়ী প্রভৃতি আমার যাহা কিছু ছিল, তাহার সমস্ত বিক্রয় করিয়া, কালীবাবুকে বাঁচাইবার নিমিত্ত সেই মোকদ্দমায় খরচ করিলাম; কিন্তু কোনরূপেই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। হাইকোর্টে জুরির বিচারে কালীবাবুর ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল, লাভের মধ্যে আমি পথের ভিখারী হইলাম। এমন কি, এক সপ্তাহকাল আমার আহারের সংস্থান হইতে পারে, বাস্তবিক এরূপ অর্থও আমার নিকট রহিল না।

"যে দিবস কালীবাবুর ফাঁসি হইবে, তাহার পূর্ব্বদিবস আমি তাঁহাকে জেলের ভিতর দেখিতে গেলাম। সেইদিবস কালীবাবু আমাকে কহিলেন, 'তুমি আমাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত তোমার সাধ্যমত যত চেষ্টা হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, বরং কোন বিষয়ে সাধ্যাতীত কার্য্যও করিয়াছ। আমারই নিমিত্ত তুমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছ, তাহাও দেখিতে পাইতেছি। জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রোধ করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা এ জগতে কাহারও নাই। সুতরাং অর্থ ব্যয় করিয়া আমাকে কিরূপে বাঁচাইতে পারিবে? আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইল। এখন যাইবার সময় তোমার নিকট একটী শেষ অনুরোধ করিয়া যাইতেছি, আমার হরি তোমার

নিকট রহিল, তাহাকে দেখিও, এবং তাহাকে প্রতিপালন করিও। এখন আমি চলিলাম, আমার জন্য কোনরূপ দুঃখ বা কষ্ট করিও না। এই জগতে তুমি যতদিবস জীবিত থাকিবে, ততদিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না সত্য, কিন্তু পরিশেষে আমরা উভয়েই পুনরায় মিলিত হইব। আমি এখন আর কোন কথা বলিতে পারিতেছি। এখন হইতে তোমার সহিত এই আমার শেষ বিদায়!" এই কথা বলিতে বলিতে কালীবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আমিও তাঁহার দিকে পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিতে অসমর্থ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একান্ত ক্ষুণ্ণমনে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া আসিলাম।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গুরুদর্শনের উপায়।

"কালীবাবুর ফাঁসী হইয়া গেল; কিন্তু এ যাত্রা আমি রক্ষা পাইলাম। আমি মনুষ্যের হস্ত হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম সত্য, কিন্তু প্রকৃত দণ্ডদাতার হস্ত হইতে যে আমায় নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই, তাহা একবারের নিমিত্তও মনে উদয় হইল না। এই ঘটনার পর কিছুদিবস পর্য্যন্ত কালীবাবুর অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া, এবং শোকে রাত্রিদিবস কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন যাপন করিলাম। এই সময় দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়া আমার শোকাবেগ নিবৃত্ত করিতে চেষ্টিত হয়, এরূপ একজনকেও আর

দেখিতে পাইলাম না। কালীবাবুর মোকদ্দমার সময় যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে আসিত, এবং 'আজ এই খরচের আবশ্যক, আজ এত টাকার দরকার' বলিয়া আমার নিকট হইতে ক্রমাগত অর্থ গ্রহণ করিত, তাহাদিগের একজনকেও আর এ সময়ে খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে আর কেহই ফিরিয়া চাহিত না। এখন বন্ধু-বান্ধব বলুন, আত্মীয়-স্বজন বলুন, আর শত্রু-মিত্রই বলুন, ভরসার মধ্যে কেবলমাত্র আমার সেই কালীবাবুর পুত্র হরি।

"ক্রমে আমার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, তাহা বলিলে, হয় ত অনেকে আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। আমার অত বড় নিজ বাড়ীতে চাকর-চাকরাণী দ্বারা পরিবেষ্টিত ও দ্বারবানদিগের দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া বাস করা দূরে থাকুক, অপরের সামান্য একখানি পাকা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকা পর্য্যন্ত এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন আমার থাকিবার স্থান হইয়াছে, একখানি সামান্য খোলার বাড়ীর একখানি অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র ঘর। সেইরূপ একখানি সামান্য খোলার ঘরে বাস করিতে লাগিলাম সত্য, কিন্তু তাহারও অতি সামান্য ভাড়া সকল সময় নিয়মিতরূপে দিয়া উঠিতে পারিতাম না। নিয়মিতরূপ ভাড়া প্রদান করা ত দূরের কথা, হয় ত কোন কোন দিবস দুইবেলা সামান্য আহারের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

"এইরূপে অতি কষ্টে আরও কিছুদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কা[illegible]কাণ্ডও ভুলিয়া গেলাম; কিন্তু দিন-পাতের আর কোনরূপ [illegible] স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার রূপ-যৌবন ত পূ[illegible]ত হইয়া গিয়াছিল, অহঙ্কারে

মত্ত হইয়া, পরপুরুষকে আদর-যত্ন করা অনেক পূর্ব্ব হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সুতরাং ভাল লোক আর আমার নিকট আসিবে কেন? নিতান্ত সামান্য ও দরিদ্র লোকের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখন আমার ঘরে আসিত। তাহাদিগের নিকট হইতে এখন যে দুই চারি আনার সংস্থান করিতে পারিতাম, তদ্দ্বারা কোনরূপে ঘরের ভাড়া দিয়া, আমার ও হরির পেটের ভাতের যতদূর সংকুলান করিতে পারিতাম, তাহাই করিতাম।

"এই সময়ে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও যদি জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতে মানস করিতাম, তাহা হইলে আজ আমার অদৃষ্টে এরূপ দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না। কিন্তু যাহার মনের গতি একবার অসৎপথ অবলম্বন করিয়াছে, সে কখনই আর সৎপথ অবলম্বন করিতে পারে না। সামান্য ইচ্ছায় সে তাহার মনের গতি আর কখনই ফিরাইতে সক্ষম হয় না। সৎ ইচ্ছাকে সে কখনই আর বশবর্ত্তী রাখিতে সক্ষম হয় না।

"কালীবাবুর মৃত্যুর পর হইতে অনেক দিবস পর্য্যন্ত আমি আর কোনরূপ অসৎকার্য্য করি নাই; কিন্তু পুনরায় আমার মনের গতি ফিরিতে আরম্ভ হইল, পুনরায় ভয়ানক ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমি যে কি প্রকার ভয়ানক কার্য্য করিতে এবার প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা শুনিয়া পাঠকগণ চমকিত হইবেন, স্ত্রীলোকের দ্বারা যে এরূপ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজে আপনাদের বিশ্বাস হইবে না।

"সেই সময় আমি অন্য স্থানে একখানি নিতান্ত সামান্য খোলার ঘরে বাস করিতাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পূর্ব্ব-

পরিচিত সোণাগাছিতে প্রত্যহ একবার বেড়াইতে যাইতে ভুলিতাম না, উহা যেন আমার এক প্রকার নিত্য কর্ম্মের মধ্যেই ছিল।

"একদিবস আমি সোণাগাছিতে কুসুমনাম্নী একটী স্ত্রীলোকের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাহার সহিত আমার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে আমি তাহার বাড়ীতে গমন করিতাম; কিন্তু ইদানীং অনেক দিবস তাহার বাড়ীতে গমন করি নাই। প্রায় ছয় মাস পরে আজ আমি তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অন্যান্য দিবস কুসুমের বাড়ীতে গমন করিলে, সে যেমন মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা কহিত, আজ সেরূপ দেখিলাম না। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তাহার হৃদয়ে যেন ভয়ানক দুঃখ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মনে সুখের লেশমাত্রও নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি তাহাকে কহিলাম,— 'দিদি! আজ তোমাকে এমন দেখিতেছি কেন?'

"আমার কথা শুনিয়া কুসুম যেন একবারে গলিয়া গেল, এবং তাহার মনের কপাট আমার নিকট খুলিয়া দিল, কহিল, 'দিদি! আর বলিবই বা কি, আমি বুঝিতে না পারিয়া, নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছি! আমি আমার গৃহদেবতাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছি, তাই আমার কষ্টের আর পরি সীমা নাই। আমি বুঝিতে না পারিয়া, যখন আমার পুরাতন বাবুকে পদাঘাত করিয়া আমার গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, ইহাকে পরিত্যাগ করিলে, আবার কত নূতন বাবু আসিয়া আমার পদানত হইবে; কিন্তু ভাই, আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ

করিয়া যাইবার পর, আর কেহই আমার দিকে তাকাইয়া দেখিল না, ভুলক্রমেও আমার গৃহে আর কেহ পদার্পণ করিল না। সুতরাং আমার উপার্জ্জনের উপায় বন্ধ হইয়া গেল, দিন দিন নানাপ্রকার কষ্ট আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিতে লাগিল। এখন আমি যেরূপ কষ্টে পড়িয়াছি, তাহা বলিবার নয়, বলিলেও সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আমার হস্তে নগদ যাহা কিছু ছিল, তাহার সমস্তই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, বাজার খরচের সংস্থান পর্য্যন্তও আর আমার নাই। ভরসার মধ্যে গহনা কয়েকখানি, কিন্তু যেরূপ সময় দেখিতেছি, তাহাতে তাহাও যে আর রাখিতে পারিব, সে ভরসাও আর আমার নাই। এরূপ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, এবং অন্য কোনরূপ উপায় না দেখিয়া, আমি পুনরায় আমার সেই পুরাতন বাবুকে এখানে আসিবার নিমিত্ত বারে বারে সংবাদ পাঠাইয়া দিই ; কিন্তু তাহাতেও তিনি আমার বাড়ীতে না আসায়, গত কল্য আমি নিজেই তাঁহার বাড়ীতে গমন করিয়াছিলাম। তাহাকে সেই স্থানে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট আমার কত কষ্ট জানাইলাম, কত তোষামোদ করিলাম, অবশেষে তাঁহার পা পর্য্যন্ত ধরিয়া কত কাঁদিলাম ; কিন্তু তিনি একবারের নিমিত্তও আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। অধিকন্তু সেই স্থান হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। এই ত দিদি আমার বিপদ, এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কি কোনরূপ উপায় নাই দিদি ? এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে, পুনরায় তিনি আমার উপর প্রসন্ন হন, তাহার কি কোন উপায় বলিয়া দিতে পার বোন ?'

"কুসুমের কথা শুনিয়া আমি কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া

আমার চক্ষু দিয়া ফোঁটা দুই জল বাহির করিলাম, ও কহিলাম, "দিদি! তোমার এত কষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাকে একদিবসের নিমিত্তও ইতিপূর্ব্বে বল নাই কেন? আমাকে এ কথা পূর্ব্বে বলিলেই এতদিবস যে তোমার সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া যাইত। তোমার বাবু তোমার উপর পূর্ব্ব অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইতেন, তোমার খরচের টাকার পরিমাণ তিনি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিতেন। তদ্ব্যতীত যখন যাহা চাহিতে, দেখিতে দেখিতে তাহা আনিয়া তোমার হস্তে তিনি সমর্পণ করিতেন। তিনি ব্যতীত তোমার উপর আরও ভাল ভাল লোকের নজর পড়িত। তোমার এখন যে সকল অলঙ্কার আছে, দেখিতে দেখিতে সে সকল দ্বিগুণ হইয়া যাইত। তুমি কি জান না, আমার একজন গুরুদেব আছেন! তিনি প্রসন্ন হইলে না করিতে পারেন, এমন কার্য্যই এ জগতে নাই। তিনি সমস্তই করিতে পারেন, নিমেষ মধ্যে তোমার সমস্ত দুঃখ ঘুচাইয়া দিতে পারেন। তোমার মত অবস্থায় পড়িয়া আরও দুই তিনটী স্ত্রীলোক আমাকে তাহাদিগের দুঃখের বিষয় জানাইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার সেই গুরুদেবের নিকট গমন করিয়াছিলাম, তিনি আমার কথা শুনিয়া ও তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া, তাহাদিগকে একটু একটু ঔষধ প্রদান করিয়াছিলেন। বলিব কি বোন্! সেই ঔষধের গুণেই তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্ব ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে মনের সুখে কালযাপন করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহারাও এখন গুরুদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।'

"আমার কথা শুনিয়া কুসুম যেন একবারে গলিয়া গেল। সে

যেন হস্তে স্বর্গ পাইল। তখন সে আমার সহিত আমার গুরু-দেবের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, ও কহিল, 'বোন্! এতদিবস আমাকে একথা বল নাই কেন? তাহা হইলে এতদিবস আমি তোমার সহিত গমন করিয়া, তোমার গুরুদেবকে দর্শন করিয়া আসিতাম, আর আমাকে এতদিবস পর্য্যন্ত এ দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। চল না বোন্, এখনই যাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসি। তাঁহার আহারার্থ, বা তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ কোন দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে কি?'

"কুসুমের কথার উত্তরে আমি তাহাকে কহিলাম, 'দেখ বোন্! এ ব্যস্ত হইবার বিষয় নহে, বা এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়ও নহে; তাঁহার নিমিত্ত কোনরূপ দ্রব্য লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, তিনি কোন দ্রব্যেরই প্রয়াসী নহেন। তিনি কিছু আহার করেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। কারণ, আমি যতদিন তাঁহার নিকট গমন করিয়াছি, তাহার মধ্যে একদিবসও তাঁহাকে আহার করিতে দেখি নাই, বা আহারের কোনরূপ যোগাড়ও দেখি নাই। অধিকন্তু তাঁহার আহারার্থ দুই একবার কোন কোন দ্রব্য লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং একটু অসন্তোষ ভাবই প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার নিমিত্ত আর কখনও কোন দ্রব্যাদি লইয়া যাই নাই। গুরুদেবের কথা শুনিয়া তুমি যেরূপ অধীর হইয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি একথা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। একথা প্রকাশিত হইয়া গেলে, সকলেই যাইয়া তাঁহাকে

বিরক্ত করিবে, তাহা হইলে হয় ত তিনি তাঁহার থাকিবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। তাহা হইলে যাহারা প্রকৃতই বিপদ্‌গ্রস্ত, তাহাদিগের কোন কার্য্যই আর হইবে না। সাবধান, এ কথা যেন আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আর যে কথা, ক্রমে অধিক কাণে প্রবেশ করে, তাহার ফলও ক্রমে নিতান্ত সামান্য হইয়া পড়ে। তিনি কিছু নিকটেও থাকেন না যে, এখনই যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। তাঁহার থাকিবার স্থান একটী নির্জ্জন বাগান। সেই বাগান এখান হইতে অনেক দূরে। যদি তুমি একান্তই তাঁহাকে দেখিতে যাইবার বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে একথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া কল্য অতি প্রত্যূষে তুমি একাকী বাড়ী হইতে বহির্গত হইবে, ও একবারে মাণিকতলার পুলের উপর গমন করিবে। সেই স্থানে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি যদি অগ্রে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমি অগ্রে সেই স্থানে গমন করিলে, তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিব। পরে উভয়েই একত্র সেই স্থান হইতে গুরুদেবের নিকট গমন করিব। আমাকেও লুকাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। কারণ আমার হরি যদি একবার জানিতে পারে, তাহা হইলে আমার সেই স্থানে যাওয়া একবারে সুকঠিন হইয়া পড়িবে। আর এক কথা তোমাকে বলিয়া দিই, গুরুদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবার সময়েই তিনি এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন যে, তোমার ইহার দ্বিগুণ অলঙ্কার হউক। অর্থাৎ সেই সময় প্রথম সাক্ষাৎকারীর অঙ্গে যে মূল্যের অলঙ্কার থাকে গুরুদেবের

আশীর্ব্বাদে তাহার দ্বিগুণ মূল্যের অলঙ্কার অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যদি তুমি কোনরূপ অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে চাহ, তাহা হইলে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়া, মানিকতলা পুলের উপর গিয়া আমার সহিত মিলিত হইওঁ।'

"মূর্খ কুসুম আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। পরদিবস অতি প্রত্যুষে মাণিকতলা পুলের উপর আমাদিগের উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। আমিও পরিশেষে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

"রাত্রিকালে আমি আমার হরিকে লইয়া আমার গৃহে শয়ন করিলাম, বটে; কিন্তু আমার নিদ্রা হইল না। নানারূপ চিন্তা আসিয়া আমার মনকে আলোড়ত করিতে লাগিল।

"আমার প্রথম চিন্তা—কুসুম ত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। সে যে তাহার অলঙ্কারগুলি লইয়াও গমন করিবে, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কিরূপ উপায়ে তাহার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে সমর্থ হইব?—এখন তাহার সম্বলের মধ্যে গহনা কয়খানি। সেই গহনা কয়খানি আমি আত্মসাৎ করিলে, সে যে চুপ করিয়া থাকিবে, তাহা আমার বোধ হয় না। জীবন থাকিতে সে তাহার গহনার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিবে না; সুতরাং আমার সম্পূর্ণরূপ বিপদের সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় কুসুমকে হত্যা করিয়া, তাহার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ না করিতে পারিলে আর কোনরূপ উপায় নাই।

"দ্বিতীয় চিন্তা—কুসুমকে হত্যা করিব কি প্রকারে? হত্যা করিবার কালে যদি কেহ দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার উপায় কি হইবে? আর যদি কেহ দেখিতে না পায়, তাহা হইলেই বা অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিব কিরূপে?—কোন স্থানে যদি কুসুমের মৃতদেহ পাওয়া যায়, এবং ডাক্তারের পরীক্ষায় যদি জানিতে পারা যায়, যদি উহার মৃত্যুর কারণ হত্যা, অর্থাৎ কেহ উহাকে অস্ত্রাঘাতে বা আর কোনরূপ উপায়ে হত্যা করিয়াছে, বা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে পুলিস সবিশেষরূপে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে।—তাহা হইলে উহা যে কাহার মৃতদেহ, তাহাও হয় ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।—কুসুমের মৃতদেহ জানিতে পারিলে, উহার অঙ্গে কি কি অলঙ্কার ছিল, তাহাও জানিতে বাকী থাকিবে না।—এরূপ অবস্থায় সেই সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি বাজারে বাহির করিবে, সে-ই হত্যাপরাধে ধৃত হইবে। সুতরাং এখন এরূপ কোন একটী উপায় বাহির করার প্রয়োজন, যাহাতে ডাক্তারের পরীক্ষায় উহা কোন প্রকার হত্যা বলিয়া সাব্যস্ত না হয়। তাহা হইলে পুলিসেরও সবিশেষ অনুসন্ধান হইবে না। আর এদিকে অলঙ্কারগুলি অনায়াসেই বিক্রয় করিয়া আমি আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইব।

"এইরূপে সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া পরিশেষে আমার মনের মত একটী সুন্দর উপায় বাহির করিলাম। সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে পারিলে, আমার এই নূতন উদ্ভাবিত উপায়ে যে হত্যা করিব, ডাক্তারের পরীক্ষায় তাহা হত্যা বলিয়া কখনই স্থিরীকৃত হইবে না। সুতরাং পুলিসেরও সবিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবার

প্রয়োজন হইবে না। আমি কিছুকাল পর্য্যন্ত এই নূতন উপায়ে আমার নূতন ব্যবসা চালাইয়া, পুনরায় বেশ দুই পয়সার সংস্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইব। এই নব উদ্ভাবিত উপায় যে কি, তাহা পাঠকগণ আমার কার্য্য দেখিয়া, ক্রমে অবগত হইতে পারিবেন।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

-*:*:*-

পৈশাচিক কাণ্ড।

“পরদিবস অতি প্রত্যূষে আমি একাকী বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। মাণিকতলা পুলের উপর গিয়া দেখি, কুসুম বেশ ভাল একখানি কাপড় ও তাহার সমস্ত অলঙ্কারগুলি পরিয়া পূর্ব্ব হইতেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার সহিত অপর লোকজন আর কেহই নাই।

“মাণিকতলা পুলের উপর হইতে আমরা উভয়েই পদব্রজে আমার সেই গুরুর উদ্দেশে চলিলাম। ক্রমে বড় রাস্তা, পুষ্করিণী বাগান ও জঙ্গল প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, জঙ্গল-পরিপূর্ণ বহু পুরাতন একটী বাগানের ভিতর গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই বাগানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন লোকজনের সংস্পর্শ নাই, বা কেহ যে কখনও সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে, বাগানের অবস্থা দেখিয়া তাহা বিবেচনা হয় না। সেই বাগান বা জঙ্গলের মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে। আমরা উভয়ে সেই

পুষ্করিণীর একটী বাঁধা ঘাটের উপর গিয়া উপবেশন করিয়া পথশ্রান্তি কিয়ৎপরিমাণে দূর করিলাম। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম, তাহার মধ্যে কোন লোকজন, বা পশ্বাদি সেই স্থানে দেখিতে পাইলাম না। সেই স্থানে যে কখন মানবাদির গমন হয়, তাহাও বোধ হইল না।

"এই সময় আমি কুসুমকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম,—'ভগিনি! যে বাগানে আমার গুরুদেব অবস্থিতি করেন, আমরা সেই বাগানের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এই বাগানের সংলগ্ন ওই যে বাগান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তিনি ওই স্থানেই আছেন। আমার উপর তাঁহার এই আদেশ আছে যে, যে ব্যক্তি কোনরূপ কামনা করিয়া, আমার সহিত একত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে, তাহাকে পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আর্দ্র বসনে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, অবিলম্বেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আইস বোন্, আমরা এই স্থানে স্নান করি। তোমার পরিধানে যে সকল অলঙ্কার আছে, জল লাগাইয়া নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। গহনাগুলি খুলিয়া এই স্থানে রাখিয়া দাও, স্নানান্তে পুনরায় উহা পরিধান করিও।' এই বলিয়া, অগ্রেই আমি গাত্রোত্থান করিলাম, এবং ভগ্ন সোপানগুলি ক্রমে অবতরণ করিলাম।

"কুসুম আমার দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, তাহার অঙ্গস্থিত অলঙ্কারগুলি এক একখানি করিয়া খুলিয়া সেই স্থানের একটী সোপানের উপর রাখিয়া দিল, এবং ক্রমে ক্রমে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া, আমার সহিত একত্র সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিল। সেই সময় আমি কুসুমের পৃষ্ঠ-

দেশের মলা উঠাইয়া দেওয়ার ভাণ করিয়া, তাহার স্কন্ধদেশ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিলাম ও সেই পুষ্করিণীর জলের ভিতর তাহাকে ডুবাইয়া রাখিলাম। সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই আমি তাহাকে ছাড়িলাম না, বা জলের ভিতর হইতে আর তাহাকে উঠিতেও দিলাম না। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তখন আমি তাহার মৃতদেহ সেই পুষ্করিণীর জলের ভিতর রাখিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে উপরে উঠিলাম এবং তাহার পরিত্যক্ত অলঙ্কারগুলি গ্রহণ-পূর্ব্বক আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

"আমি সেই সকল গহনা লইয়া আপনার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সুযোগমত ক্রমে ক্রমে এক একখানি করিয়া বিক্রয়-পূর্ব্বক আপন জীবনধারণ ও হরিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় দুই পয়সা সংস্থানের একটী উপায়ও হইল।

"আমি ইতিপূর্ব্বে সোণাগাছিতে যেরূপ ভাবে বেড়াইতে যাইতাম, এখনও সময় সময় সেইরূপ ভাবে যাইতে লাগিলাম। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই একদিবস পরেই, কুসুমের অনুপস্থিতিতে সেই বাড়ীর অপরাপর সকলে কিরূপ ভাবিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বেড়াইবার ভাণে আমি পুনরায় সেই বাড়ীতে গমন করিলাম। শুনিলাম, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরদিবসই সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কেহ বলিল, গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া সে হয় ত ডুবিয়া মরিয়াছে। কেহ বলিল, কোন বাবু হয় ত তাহাকে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। কেহবা কহিল, ইদানীং তাহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ হওয়ায় ও বাড়ীওয়ালীর নিকট তাহার কতক-

গুলি ঋণ হওয়ায়, বাড়ীওয়ালীকে ফাঁকি দিবার মানসে সে তাহার গহনা-পত্র ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এই স্থান হইতে চুপি চুপি প্রস্থান করিয়াছে। এইরূপে যাহার মনে যাহা উদয় হইতে লাগিল, সে তাহাই বলিতে লাগিল। প্রকৃত কথা যে কি, তাহা কিন্তু কেহই অবগত হইতে পারে নাই, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। লোক দেখাইয়া কুসুমের নিমিত্ত আমিও একটু কপট দুঃখ প্রকাশ করিলাম, এবং আমিও তাহার অনুসন্ধানে রহিলাম, বাড়ীওয়ালীকে এই কথা বলিয়া, সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলাম।

"পাঁচ সাতদিবসকাল কুসুম সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য আর কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম না। আটদিবস পরে আমাদিগের বাড়ীর একটী ভাড়াটিয়া একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল, আমরা কেহ কেহ উহা শুনিতেছিলাম। সেই দিবস দেখিলাম, সেই সংবাদ-পত্রে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;--

"কলিকাতার মাণিকতলা নামক স্থান হইতে কিছু দূরবর্ত্তী একটী পুরাতন বাগানের মধ্যস্থিত পুষ্করিণীর ভিতর একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। উহা যে কাহার দেহ, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষায় প্রকাশ হইয়াছে যে, জলে ডোবাই তাহার মৃত্যুর কারণ। বিবেচনা হয়, কোন স্ত্রীলোক সেই পুষ্করিণীতে ডুবিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে।" এই সংবাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত কেবল আমিই বুঝিলাম; বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, আর কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না।

"এইরূপে ক্রমে যত দিন গত হইতে লাগিল, আমার পাপ-রাশিও ততই শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। আমিও ততই অনাথিনীগণের সর্ব্বনাশ ও জীবন-নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যেরূপ ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, সেই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা সবিশেষ কষ্টসাধ্য। সুতরাং সেই সময় আমার একজন সহযোগীর প্রয়োজন হইল। অনুসন্ধান করিতে করিতে আমার মনের মত একটী সহযোগিনীও জুটিয়া গেল; খুন্নীনাম্নী একটী স্ত্রীলোক আমার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে আমি আপনার বাড়ীতে রাখিলাম, এবং সবিশেষ যত্ন করিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। উহার সহায়তা না পাইলে, আমি বোধ হয়, এরূপ কার্য্যে আর সহজে হস্তক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারিতাম না। উহার সহায়তা পাওয়ায় আমার আর একটী মহৎ লাভ এই হইল যে, যদি কখনও তাহার সহিত আমার মনের অমিল হয়, তাহা হইলে ইচ্ছা করিলেও, সে কখনও আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

"খুন্নীর সাহায্যে তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপায়ে একটী একটী করিয়া ক্রমে আমি পাঁচ পাঁচটী স্ত্রীহত্যা করিলাম, এবং সেই পাঁচটী স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, ক্রমে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া তুলিলাম! একটী একটী করিয়া ক্রমে পাঁচ পাঁচটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সেই পুষ্করিণীতে পাওয়া গেল, এবং ডাক্তারের পরীক্ষায় সেই পাঁচটী স্ত্রীলোকই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, ইহাই সাব্যস্ত হইয়া গেল।

"পাপ কার্য্য চিরকাল ছাপা থাকে না, একদিন না একদিন

নিশ্চয়ই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমার যে সকল পাপ কার্য্য এতদিবস অপ্রকাশ ছিল, আজ তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বকথিত উপায়ে অপর আর একটী স্ত্রীলোককে ভুলাইয়া আনিয়া সেই পুষ্করিণীর ভিতর ডুবাইবার সময় আমি ধৃত হইলাম। সেই সময় পুষ্করিণীর পারে জঙ্গলের মধ্যে একটী পুরুষমানুষ কোন কার্য্য উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। তিনিই সেই স্থান হইতে আমার এই ভয়ানক কার্য্য দেখিতে পাইলেন, এবং আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, আমাকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেলেন। যে থানায় আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, সেই সময় জনৈক বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর উপর সেই থানার ভার ছিল। তিনি সেই লোকটীর নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া কিরূপ অবস্থায় আমি সেই স্ত্রীলোকটীকে সেই পুষ্করিণীতে আনিয়াছিলাম, ও তাহার উপর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি তাহাও কহিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করায়, আমি কিন্তু তাহার সমস্ত কথা অস্বীকার করিলাম। জানি না, কর্ম্মচারী মহাশয় কি ভাবিয়া আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন, এবং উহাদিগের অভিযোগ না শুনিয়া সকলকেই থানা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি আমার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটী আর আমার সহিত আগমন করিল না। ইহার পর দুই চারিদিবস আর কোন প্রকার কথা শুনিতে পাইলাম না। তাহাতে ভাবিলাম, সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছু দিবস পরে জানিতে পারিলাম যে, এই ঘটনার প্রায় আটদিবস পরে সেই স্ত্রীলোকের কোন একজন আত্মীয় আপনার

নিকট গমন করিয়া আপনাকে ইহার সমস্ত ব্যাপার বলিয়া দিয়াছে। আপনি তাহাদিগের সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

"যাহা হউক, পরিশেষে আপনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক, হত্যা করিবার চেষ্টা করা অপরাধে আমাকে ধৃত করিয়া সেই মোকদ্দমার বিচারার্থ আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আমার এই মোকদ্দমা যে পূর্ব্বে গ্রহণ করেন নাই, অনুসন্ধান কালীন তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সুতরাং সেই কর্ম্মচারীও আমার ন্যায় বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে তাঁহার সমস্ত কার্য্যভার প্রত্যাহার পূর্ব্বক, সেই থানার কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত অপর আর একজন কর্ম্মচারীকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং উপর হইতে এইরূপ আদেশ হইল যে, এই মোকদ্দমায় যদি আমার দণ্ড হয়, তাহা হইলে তিনিও সবিশেষরূপে দণ্ডিত হইবেন। কর্ম্মচারীর উপর এইরূপ আদেশ-প্রচার আমার পক্ষে সবিশেষরূপ মঙ্গলজনক হইয়া পড়িল। কারণ, সেই মোকদ্দমায় আমাকে কোনরূপ প্রতিকারের উদ্যোগ করিতে হইল না, বা আমার নিকট হইতে একটীমাত্র পয়সাও বাহির করিতে হইল না, সমস্ত ব্যয়ই কর্ম্মচারী মহাশয় নিজকোষ হইতে প্রদান করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও উপস্থিত মত প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া আমার বিচারার্থ এই মোকদ্দমা দায়রায় পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থানে জুরির বিচারে, ইংরাজ আইনের গুণে ও সেই পুলিস-কর্ম্মচারীর ব্যয়ে আমি সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম। অহো! দৈবও কি আমার পুঞ্জ পুঞ্জ পৈশাচিক পাপকার্য্যে সহায় হইল!

"সেই যাত্রা আমি পরিত্রাণ পাইলাম সত্য; কিন্তু আমার সেই ব্যবসা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই আমার ব্যবহারের কথা অবগত হইলেন; সকলেই জানিতে পারিলেন যে, আমি গুরু প্রভৃতির যে সকল কথা বলিতাম, তাহার সমস্তই মিথ্যা। এই সময় হইতে আমি সকলের নিকট একরূপ অবিশ্বাসিনী হইয়া পড়িলাম।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শেষ প্রায়শ্চিত্ত।

"আমি যে স্থানে বাস করিতাম, যখন দেখিলাম, সেই স্থানের সমস্ত লোক আমার চরিত্রের বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিয়াছে, তখন আমাকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমি পাঁচু ধোপানির গলির মধ্যে একখানি ঘরে আমার পুত্র হরির সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম। সেই বাড়ীর অপর আর একটী ভাড়াটিয়া 'প্রিয়র' সহিত আমার সবিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল। সেই সময় তাহারই পরামর্শ মত রাজকুমারীনাম্নী সেই বাড়ার অপর আর একটি ভাড়াটীয়াকে হত্যা করিলাম। সেই হত্যাই আমার জীবনের শেষ লীলা। যেরূপ আমি এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলাম, যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া আপনি আমাকে ধৃত করেন, তাহা আর এই স্থানে আপনাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা আপনি নিজ

হস্তে করিয়াছেন, তাহা আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন।* এবং সেই মোকদ্দমায় আমার যে দণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহাও আপনি জানেন। † সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার এই স্থানে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

---

* যেরূপে ত্রৈলোক্য রাজকুমারীকে হত্যা করে, এবং যেরূপ ভাবে সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করা হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ৭ম বৎসরের দারোগার দপ্তরের ৭৮ম সংখ্যায় "শেষ লীলা" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। প্রকাশক।

† ত্রৈলোক্য সর্ব্বশেষ যেরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার এই স্থলে প্রয়োজন নাই। বিচারকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এবং বিচারফল যাহা হইয়াছিল, তাহা তৎকাল-প্রকাশিত একখানি সংবাদ-পত্র হইতে নিম্নে কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

Fifth Criminal Sessions,—

SEPTEMBER 2.

(*Before the Hon'ble Mr. Justice Norris*)

SECOND DAY.

EMPRESS *vs.* **TROYLUCKO RAUR.**—Prisoner was indicated fer murder, and is being tried by a special jury.

Mr. Phillips with Mr. Dunne, prosecuted.

Mr. G. L. Fagan defended the prisoner.

Mr. Phillips, in opening the case to the jnry, said that it was certainiy a singular one. He would first relate to them the external circumstances. The decea-

"মহাশয়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি আমি প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যতদূর মনে করিতে পারিলাম, তাহা আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম। যে সকল ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সমস্তই

---

sed, Rajcoomaree Raur, a woman of the town, lived in the same house as the prisoner, where other women of similar character also lived, in Panchoo Dhobani's gully. On the evening of the 9th August, the prisoner asked the deceased to procure for her certain food—parched rice and *goor*, and that she would pay her later. The prisoner was expecting the man in whose keeping she was, and she intended paying for the articles when he come. He came and left, and after midnight prisoner paid the deceased. They that is, the prisoner, the deceased, and a woman named Preeo Raur, then procured other food; and while the prisoner and Preeo Raur ate from one cup, the deceased ate from another. After eating the food, the deceased complained of being unwell, and went downstairs to her own room, the other two women going with her. And here the story ended. It was not until they came to a later stage at night, that one of the women, seeing the prisoner, comeing out of the room of the deceased, questioned her, and the prisoner replied, that she had gone there to get some food which Rajcoomaree had purchased for her. The evidence would show that she was the person seen coming out of the room of the deceased. Matters stood thus till the following morning, when one of the women, seeing the door of Rajcoomaree's room op en, calle

এখন আপনি জানিতে পারিলেন। আমি আমার যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, এ পর্য্যন্ত যে সকল মহা মহা পাপের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছি, পরিশেষে তাহার কি উপযুক্ত শাস্তি আমার এই হইল? এখন

---

out to her, and receiving no answer, looked in and found her lying dead on her floor. The police were than called in, and the *post mortem* examination, held on the body of the deceased, resulted in the medical officer giving it as his opinion that the deceased had died from straugulation. On her (the deceased's) neck were marks of finger-nails, and the question arose, who had killed her? As the learned Standing Counsel had told the jury, there was one other woman, besides the prisoner, who had partaken of the food with the deceased. This woman said that after the deceased had eaten, she complained of a bad taste and smell, when she was recommended by the prisoner to have a smoke; and her evidence as regards this, was that the prisoner brought her a *hookah* containing some sort of opiate known as *bhang*, which made the deceased feel worse. For these facts, the prosecution relied on the evidence of the woman Preeo, who has first charged as an accomplice, but during the course of the proceedings at the Police Court, the Magistrate tendered her a pardon, when she made the following statement. According to the statement, after the deceased complained of feeling unwell, Preeo herself went to bed. Afterwards, she says, she saw the prisoner coming upstairs with the deceased's

আমার বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইয়াছে, মরিবার সময় অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে; এখন আমাকে মারিয়া ফেলিলে আমার অধিক শাস্তি আর কি হইল? এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার পক্ষে যে শাস্তির আদেশ হইয়াছে,

ornaments. Seeing this she asked her what she had done, and if she had killed the deceased. The prisoner replied that, she had; that she had done for others before, and that if she did not hold her peace, she would do for her also. Of course, it would be a serious question for the jury to decide, if they could place any reliance on the evidence of Preeo. The statement of an approver could not be acted upon unless it was corroborated in every particular. In the interests of public safety it was necessary at times, to resort to the evidence of such persons—accomplices in the crime—possibly to the fullest extent. It was of the utmost importance to know, that the ornaments of the deceased were found in a *cheffonier* belonging to prisoner and in her room. Evidence would also be given to prove that when the prisoner wss taken into custody, her nails were long, but that a sort time after they were found to be cut. The doctor who held the *post mortem* examination would also tell them, that the prisoner was a more powerful woman than the deceased and Preeo: and from these, and other surrounding circumstances which would come to light during the trial, the jury would have to arrive at their verdict.

উহা আমার প্রকৃত শাস্তি নহে। আরও বুঝিতে পারিতেছি, ইহজগতে আমার উপযুক্ত শাস্তি হইল না। কারণ, সেরূপ শাস্তির ব্যবস্থা বোধ হয়, এ জগতে নাই। আমার এখন বেশ অনুমান হইতেছে যে, পরজগতে গিয়া এই সকল পাপের শাস্তি

Dr- S. C. Mackenzie, the Police Surgeon, who held the *post mortem* examination, was the only witness examined, after which the Court rose for the day.

Fifth Criminal Sessions,

SEPTEMBER 3.

(*Before the Hon'ble Mr. Justice Norris*)

THIRD DAY.

EMPRESS *vs* **TROYLUCKO RAUR.**—On the case being resumed yesterday, the remaining evidence for the prosecution was gone into, when Mr. Fagan, addressing the jury in defence of the prisoner, said, that he believed the jury would be glad if they could honestly arrive at a verdict of not-guilty. In cases of this kind, the great difficulty the prisoner had to contend against was that the evidence was all on one side. A large mass of evidence was gathered together by the Crown, with great difficulty, and at some expense, to convict the prisoner; while on the other hand, there was nothing except the prisoner's own statement. while all the ingenuity of the Police was arrayed against her, it should not forgotten that she was a native woman. without any knowledge of law, and from the circumstances of her social position,

আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। হে জগদীশ্বর! এখন যেমন আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছেন, পূর্ব্বে যদি তাহার কিছু-মাত্র আমাকে অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে আমার দ্বারা এরূপ ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সকল বোধ হয়, কখনই সম্মত হইত না!

---

without any friends. It might be said that, if she was innocent, she may have called evidence. But how was she to compel these women to come and give evidence on her behalf? They had no interest in the case. The only interest they took in the matter was to keep clear of the Police: and thus it was that it came about, that while there was a long and elaborate statement on one side, there was no evidence of contradiction on the other. Learned counsel briefly recapitulated the statement of Preeo and commenting on it, said that the law on the subject was that the evidence of an accomplice *may* be believed, but the presumption was strongly against its being true.

His Lordship interposed, by saying that he intended to ask the Jury if they thought the woman Preeo was an accomplice. It was true she had obtained a pardon from the Magistrate on the condition of her speaking the truth: but as far as he could see, it was no account of the accusation brought against her by the prisoner.

Mr. Fagan, continuing his address, asked, by whom Preeo's evidence, supposing it to be true, had been corroborated? by two or three women of her own walk of life. it was perfectly fair to contend that evidence of this kind, got first of all from a

"মহাশয়! আমার জীবনের এই শেষভাগে, যতদূর সম্ভব, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। এখন আমার প্রার্থনা

---

woman who at one time, at any rate, was under strong suspicion of being an accomplice, could be got by the bushel, for such women were as pliant in the hands of the Police as they could possibly be. They knew exactly what the Police wanted, they did not care a straw for the prisoner, and they gave the evidence that was wanted from them. Such evidence had been given by the Police before, where a man, supposed to have been murdered, walked into Court during the trial! He would leave it to the jury to say what the case must be, which was to be decided on the value of such evidence. He would submit, that it was utterly worthless, and before they gave their verdict, they should take it well and strongly into their consideration as to who gave the evidence. The witnesses cared absolutely nothing for the life of the prisoner, their only interest being to get rid of the Police. The drugging theory, learned counsel went on to say, was an after-thought, and the case and the evidence had been built upon that suggestion afterwards. Besides, he would ask the jury to remember that the prisoner had ample opportunity to go away, or hide the ornaments, but what she did was to give the ornaments up voluntarily to the Police, or at all events, without their being looked for in any way. In conclusion. Mr. Fagan would ask the jury to remember that the prisoner was a woman, and if it was

যে, আপনি আমার দুইটী অনুরোধ রক্ষা করুন। প্রথম,—আমার
হরি রহিল, অনুগ্রহ করিয়া সময় সময় তাহার এক একবার

right to feel pity for a prisoner, it was doubly right to feel pity for a woman. He would therefore ask them to give her every chance they could, and not to be astonished by the fact of the evidence for the prosecution being consistent, as it was bound to be so.

His Lordship having summed up, the jury retired to consider their verdict. They returned after about half an hour, when the foreman said, that eight of them were of one mind, and one jury man was of a contrary opinion.

His Lordship—I understand, gentlemen, that one of your number is of opinion, that in order to convict a person of murder, there should be eye-witnesses of the offence. That I think SIR, is your view, is it not?

Mr. Abdool Hai (dissenting juror)—That is so my Lord.

His Lordship—Then it is my duty to tell you that it is not the law of the land and that the obligation you have taken upon yourself is to deliver a verdict in this case, according to the law of the country, in which you live and in which you are governed, and it is my duty to lay down the law to you, and your duty to accept that law as laid down by me; and the law of the land does not require,—and one cannot conceive how any person or persons could be safe, if the law require that in every case there should be eye-witnesses to an offence. If that were so, crimes of enormous magnitude, and of unparallelled atrocity would go undiscovered, it may be—certainly unpunished.

খোঁজ-খবর লইবেন, এবং দেখিবেন, সে যেন কোনরূপ কষ্ট না পায়। দ্বিতীয়,—যে কয়দিবস পর্য্যন্ত আমার জীবনবায়ু শেষ না হয়, সেই কয়দিবসের মধ্যে আমার নিকট হইতে কোন বিষয়

The law is that you must take the whole of the evidence which has been given on the part of the prosecution into your careful consideration, weighiug carefully and attentively, with every desire to consider the prisoner's case as favourably as you possibly can. But if you are of opiniou that the evidence is true, then you have but one duty to perform. I must tell you, SIR, that whatever your peculiar religious scruples and conscientious convictions may be, they ought to be set aside, and you ought to deliver your verdict in this case according to the law of the land. That is the direction I have to give you. If you still entertain an objection, of course I must accept the verdict of the majority, but I shall be glad, if you, after the directions I have given you, can see yonr way to concur with your fellows.

After a short consultation, the foreman addressing His Lordship, said—'The juryman wishes me to explain that he has been able to follow most of what your Lordship said, although he is not sufficiently master of English to be able to make any reply; but he is still of the same mind, that he was before, and is not prepared to accept the verdict of the majority."

His Lordship said, that under the circumstances, he would accept the verdict of the majority,

অবগত হইবার নিমিত্ত বা আমাকে দেখিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি যেন না আসেন। কারণ, আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আমার

The Clerk of the Crown then asked the foreman what the verdict was, and was told that it was a verdict of guilty.

Prisoner was then asked if she had anything to say why sentence of death should not be passed upon her.

The prisoner, through the interpreter said, that she had nothing more to say than that she had not committed the murder.

His Lordship thereupon passed the following sentence :—Prisoner at the bar, after a very patient investigation, and after having had the advantage of being defended by learned counsel, who has done his utmost on your behalf with the material he had before him, the Jury have found you guilty of the crime of wilful murder ; and I fail to see how they would have come to any other conclusion. I don't know what truth there may be in the statement which you are said to have made to girl Preeo, that you had previously to this, commited four or five other murders. It is plain to my mind, and it has been plain to the mind of the jury, that you murdered this uufortunate girl. What your motive was is perfectly plain. Seduced by a lustful desire to appropriate to your own possession those ornaments which adorned her body during her life-time, you foully did her to death cruel and most atrocious manner. I feel it my bounden duty to pass upon you the extreme sentence of the

জীবনের এই শেষ সময়ে একাকী বসিয়া সেই জগৎ-পিতাকে একবার প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করি।"

উপসংহার।

ত্রৈলোক্যের জীবনী কি ভয়ানক পাপাত্মিকা বিভীষিকায় পরিপূর্ণ! আর্য্যকুলের একমাত্র গৌরবস্থল—পবিত্র হিন্দু-ললনার আদর্শ চরিত্র যে, এতদূর বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইলেও ত মনে স্থান দেওয়া যায় না! কিন্তু পাপের কি কুহকময়ী শক্তি! কুসংসর্গের কি অপরিহার্য্য ভয়ানক সংক্রামক গুণ! কখনও দেখিলাম না যে, এই কুহকে একবার পতিত হইলে সময় থাকিতে কেহ কখনও নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। নরকের পঙ্কিলময় হ্রদ হইতে পুনরুত্থান এতই কি কঠিন!

---

law, and the sentence that this Court adjudges is that you be taken hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, there to be hanged by the neck until you be dead.

The prisoner, who took the sentence very calmly, was then removed from the dock.

This closed the Sessions."

The Statesman and Friend of India, 4th September, 1884.

বিশ্বনিয়ন্তা পিতা গো! তোমার এই অবুঝ সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই যে ত্রৈলোক্যের ন্যায় পদে পদে সেই—সেই পঙ্কিল হ্রদে অগ্রসর হইয়া ক্রমে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে! তাহাদিগের পুনরুত্থানের কি কোন উপায় নাই? সকলের নিয়ন্তা পিতা ত তুমি। তুমি তোমার অজ্ঞান সন্তানগণকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দাও না কেন?

নরকের ভয়ানক চিত্র, যমরাজের দুর্দ্দমনীয় দণ্ড প্রভৃতি প্রথম হইতে আমাদিগকে দেখাইলেই ত আমরা ভয় পাইয়া, দুষ্কার্য্য হইতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে পারি। ভয়ানক নরক-চিত্র, যম-দণ্ডের ভয়ানক তাড়না প্রভৃতি সর্ব্ব সময়ে সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দাও না কেন? তাহা হইলে পাপের কুহকে কখনই আমাদিগকে ভুলাইতে পারে না। শান্তিময় পিতঃ! তোমার নিকট এখন এই প্রার্থনা যে, পাপের পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তোমার প্রসাদে যেন পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে পারি।

সম্পূর্ণ।

☞ শ্রাবণ মাসের সংখ্যা,

"নিষ্ফল প্রয়াস"

যন্ত্রস্থ।